জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper : www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

বর্ষ - ১৯, সংখ্যা ২৩১ ● ২ জানুয়ারি, ২০২৪ ● ১৬ পৌষ ১৪৩০ ● মঙ্গলবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 19, Issue - 231 ● JAGO BANGLA ● TUESDAY ● 2 JANUARY, 2024 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

ডাকঘর প্রচার

স্বল্প সঞ্চয়ে নতুন সুদের হার বছরের প্রথম দিন থেকে চালু হল। সে নিয়েই প্রচারে নামল রাজ্য। মানুষ যাতে এই প্রকল্পে বিনিয়োগ করেন তার জন্য জেলায় জেলায় লিফলেটে প্রচার চালাচ্ছে

লাল সতর্কতা

লাল সতর্কতা রাজধানীতে। ঘন কুয়াশা এবং অত্যধিক ঠান্ডার কারণে এই সতর্কতা জারি। তালিকায় রয়েছে দিল্লি, পঞ্জাব, হরিয়ানাও

বৃহস্পতিবার থেকে বাংলার পাঁচ জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা

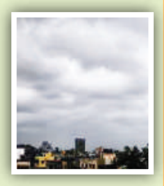

জাপানে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প, সুনামির আশঙ্কা উত্তর কোরিয়া-রাশিয়াতেও

বাংলা জুড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের ২৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন

শুভেচ্ছা জানালেন নেত্রী ও অভিষেক

প্রতিবেদন : ২০২৪-কে স্বাগত জানিয়ে রাজ্যবাসী-সহ দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের শুভেচ্ছা জানালেন তৃণমূল কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব। মুখ্যমন্ত্রী তথা নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সোশ্যাল মিডিয়ায় নতুন বছরের প্রথম দিনই আগামীর পথ চলাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। সময়ের দাবি মেনে ১৯৯৮ সালের এই দিনটিতেই নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে আত্মপ্রকাশ করে তৃণমূল কংগ্রেস। নতুন বছরেই লোকসভা নির্বাচন। লক্ষ্য এবার দিল্লির মসনদেও পরিবর্তন আনা। তাই দলের প্রতিষ্ঠা দিবসেই এদিন রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে আওয়াজ উঠছে, নয়া বছরে বদল চাই, বিজেপির হাতে দেশ নিরাপদ নয়। আর এদিন দলের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সকাল-সকাল এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন তৃণমূল নেত্রী। এদিন মমতা লেখেন, মা-মাটি-মানুষের সেবায় ১৯৯৮ সালের পয়লা জানুয়ারি তৃণমূল কংগ্রেসের পথচলা শুরু হয়েছিল। তৃণমূল কংগ্রেস পরিবার আজ অগণিত মানুষের আশীর্বাদ ভালবাসা-দোয়ায় পরিপূর্ণ। আপনাদের অকুণ্ঠ সমর্থনকে পাথেয় করেই বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশের প্রত্যেকটি মানুষের জন্য লড়াই চালিয়ে যাব আমরা। কোনওরকম অপশক্তির কাছে মাথা নত নয়, সকল রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করেই সাধারণ মানুষের জন্য আমাদের সংগ্রাম আজীবন চলবে। শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

(এরপর ৮ পাতায়)

■ তৃণমূল ভবনে দলের ২৭তম প্রতিষ্ঠা দিবসের উদযাপনে রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি, ডাঃ শান্তনু সেন, দোলা সেন, জয়প্রকাশ মজুমদার, অলোক দাস, জয়া দত্ত-সহ অন্য নেতৃবৃন্দ।

বিজেপি হঠাওয়ের ডাক দিলেন নেতৃত্ব

প্রতিবেদন : সাম্প্রদায়িক বিজেপিকে দেশ থেকে হঠাতেই হবে। তাই সামনের কঠিন লড়াই লড়তে হবে একসঙ্গে। সংঘবদ্ধ লড়াই আর বাংলার মানুষের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নকে সামনে রেখে গোটা বাংলা জুড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীরা ঝাঁপিয়ে পড়বে এই লড়াইয়ে। এভাবেই দলের প্রতিষ্ঠা দিবসে শপথ নিল তৃণমূল কংগ্রেস। সামনে লোকসভা নির্বাচনের আগে একটাই স্লোগান 'বিজেপি হঠাও দেশ বাঁচাও'। সোমবার ১ জানুয়ারি কলকাতা-সহ গোটা বাংলা জুড়ে সাড়ম্বরে পালিত হল তৃণমূল কংগ্রেসের জন্মদিবসের উদযাপন।

(এরপর ৮ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

তথাস্তু

চেতনার প্রত্যুষে তথাস্তু মুনি
পুচ্ছটা উচ্চে ধরে
ময়ূর কিঙ্করীর নৃত্যনাট্য।
শ্বেতচন্দনের মাঝে
ছোট্ট একটা টিপ
কচি একটা নকল হীরে।
অঙ্কুরের সবুজ থেকেও সবুজ গঙ্গাফড়িং
ইনিয়ে বিনিয়ে উঁকি ঝুঁকি
সূর্যমুখী ফুলগুলো ল্যাজ তুলে নাচছে
ঝিঁঝি পোকার ঘ্যানঘ্যানানি আলোতে
দূর থেকে ভেসে আসে ঘণ্টা
আওয়াজটা কী মিষ্টি
ছন্দটাও আহ্বানের
তবে কি নূতন আসছে?
মহর্ষি বাল্মীকি রামনাম জপছে—
পাপের পাপাচারে পেঁপেও তেতো
প্রতিকারে প্রতিপক্ষ ল্যাংড়া
ডুগডুগির চামড়াটা গেলো ফেটে
ধুতির কোঁচাটাকে কেঁচোতে ধরেছে
কিচির-মিচির বসন্তের কোকিল
কুহু-কুহু-আহ-আহা
শঙ্খচিলের সাথে বাহা
উর্বশী-অনন্যা করে উপাসনা
হে মাতা, হে কন্যা
সয় না যন্ত্রণা-লাঞ্ছনা
তথাস্তু মুনি বলো না?
কেটে যাবে ভয়
থেমো না-থেমো না-থেমো না।

আইনশৃঙ্খলায় জোর, বৈঠকে গোপালিকা-নন্দিনী-ডিএমরা

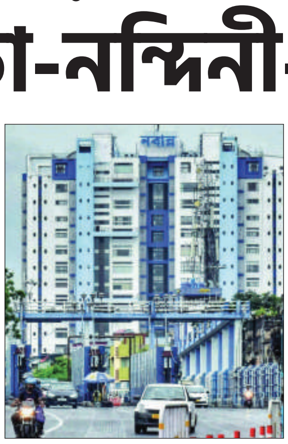

প্রতিবেদন : রাজ্য সরকার নতুন বছরের প্রথম দিন থেকেই রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করার ওপর জোর দিয়েছে। রাজ্যের নতুন মুখ্যসচিব ভগবতীপ্রসাদ গোপালিকা ও স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী রবিবার দায়িত্ব নেওয়ার পর সোমবার সব জেলার জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেই বৈঠকে জেলাশাসকদের নিজের নিজের জেলায় আইনশৃঙ্খলায় আরও জোর দিতে বলা হয়েছে বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে আরও গতি আনতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন।

সূত্রের খবর, এদিন বৈঠকের শুরুতেই ভগবতীপ্রসাদ জেলাশাসকদের বলেন, 'উন্নয়নমূলক কাজ আমাদের আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। জেলার উন্নয়নের জন্য জেলাশাসকরা তাঁদের নিজেদের পরিকল্পনার কথা বলতে পারেন।' তারপরই মুখ্যসচিব বলেন, 'নতুন বছরে অনেক শুভেচ্ছা রইল। নতুন বছরের প্রথম দিন থেকেই জেলায় আইনশৃঙ্খলায় জোর দিতে হবে।' মুখ্যসচিবের পাশাপাশি এদিনের বৈঠকে স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী জেলাশাসকদের বলেন, 'আইনশৃঙ্খলার বিষয় পুলিশ সুপাররা দেখবেন। কিন্তু আপনারা প্রতিনিয়ত তাঁদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করবেন। যাতে কোথাও কোনওভাবেই আইনশৃঙ্খলার কোনও অবনতি না হয়।'

(এরপর ১২ পাতায়)

কল্পতরু উৎসবে মাতল ভক্তরা

■ কল্পতরু উৎসব উপলক্ষে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ভক্তদের ভিড়। সোমবার।

প্রতিবেদন : কাশীপুর উদ্যানবাটিতেই ১ জানুয়ারি কল্পতরু হয়েছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। বিশেষ এই দিনটির স্মরণে বিভিন্ন জায়গায় চলেছে বিশেষ পুজো, প্রার্থনা। ১৩৮ বছর আগে, ১৮৮৬ সালের পয়লা জানুয়ারি কল্পতরু রূপে ভক্তদের আশীর্বাদ করেছিলেন তিনি। কাশীপুর উদ্যানবাটিতে সমাগত ভক্তবৃন্দকে আশীর্বাদ করে ঠাকুর বলেছিলেন, 'তোমাদের চৈতন্য হোক।' সেই বাণী প্রবাহিত হয়ে চলেছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে।

(এরপর ১২ পাতায়)

নেত্রীর বাড়িতে অভিষেক

প্রতিবেদন : নতুন বছরের প্রথম দিনেই তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দুজনে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। ছিলেন পরিবারের অন্য সদস্যরাও। দু ঘণ্টারও বেশি নেত্রীর বাড়িতে ছিলেন অভিষেক।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

2 January, 2024 • Tuesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৮৯৮ সুকুমার সেন (১৮৯৮-১৯৬৩) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পাশ করে সুকুমার সেন পড়তে যান লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে গণিতে স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন। এর পর পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যসচিব, ভারতের প্রথম নির্বাচন কমিশনার, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য। তিনিই প্রথম ভারতীয় নাগরিক যিনি পদ্মবিভূষণ পান। ১৯৫২-তে ভারতের প্রথম নির্বাচন পরিচালনা করতে গিয়ে একটি সমস্যার মুখে পড়েছিলেন সুকুমার সেন। দেশের বহু মহিলা ভোটার নির্বাচক তালিকা তৈরির সময় নিজের নাম বলেননি, পরিচয় দিয়েছিলেন তাঁদের বাবা, স্বামী বা ছেলের নামে। বিষয়টাকে অন্য একটা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছিলেন ভারতের প্রথম মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। অমুকের মা বা স্ত্রীর পরিচয়-লেখা ভোটারদের তিনি তালিকা থেকেই বাদ দিয়েছিলেন। যুক্তি ছিল, পরবর্তী নির্বাচনে অন্তত ভোট দেওয়ার জন্য এই কুসংস্কার কিছুটা কাটবে। আন্তর্জাতিক ইলেকশন কমিশনের সভাপতি হিসেবে সুদানে ১৯৫৩-তে সাধারণ নির্বাচন পরিচালনা করেন। তাই, সুদানের একটি প্রধান রাস্তা তাঁরই নামে নামাঙ্কিত। বর্ধমানের একটি রাস্তাও তাঁরই নামে নামাঙ্কিত। সুকুমার সেনের অন্য দুই ভাইও নিজের নিজের ক্ষেত্রে বিখ্যাত। একজন, অশোককুমার সেন ছিলেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী। আর একজন, অমিয়কুমার সেন ছিলেন চিকিৎসক, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদিনে ছিলেন তাঁর সঙ্গে।

১৯৪৪ শমিত ভঞ্জ (১৯৪৪-২০০৩) এদিন মেদিনীপুরের তমলুক শহরে জন্ম নেন। চলচ্চিত্র অভিনেতা। সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, তপন সিংহ, গৌতম ঘোষ প্রমুখ পরিচালকদের সঙ্গে কাজ করেছেন। অভিনয় করবেন বলে বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়েছিলেন। গান শিখেছিলেন নিজের চেষ্টায়। ছোট থেকে সুন্দর তবলা বাজাতেন। কেরামতুল্লার কাছে তালিম নিয়েছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি তাঁর তৃতীয় চলচ্চিত্রে আবির্ভূত হন একজন তবলাবাদক রূপেই, বলাই সেনের 'সুরের আগুন' ছবিতে ১৯৬৫ সালে। তাঁর প্রথম দু'টি ছবি 'নিশাচর' ও 'বাদশা'য় তিনি ছিলেন ভিড়ের দৃশ্যে। অনুমতির তোয়াক্কা না করে, তপন সিংহের মতো নামী পরিচালকের ঘরে ধাক্কা দিয়ে ঢুকে বলেছিলেন, "অভিনয় করতে চাই।" তপন সিংহ তাঁকে হতাশ করেননি। শমিতকে 'হাটে বাজারে' ছবিতে একজন মোটর মেকানিকের চরিত্রে নির্বাচন করেছিলেন। সুযোগ আসতেই 'ছেনো' হয়েও আপামর বাঙালির হৃদয় জয় করে নিয়েছিলেন। আসলে অভিনেতা হিসেবে তাঁর জায়গা হওয়া উচিত ছিল হলিউডের ক্লিন্ট ইস্টউড, লি ভন ক্লিফ বা ডেনজেল ওয়াশিংটনের মতো অভিনেতাদের পাশেই। কিন্তু কপালদোষে বাংলা সিনেমার প্রথম 'আধুনিক নায়ক'কে সেদিন চিনতে পারেননি কেউ। মারণ রোগের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে শেষ ছবি 'আবার অরণ্যে'তে অভিনয়ের ডাক পেয়ে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুকে থমকে দিয়ে বলে উঠেছিলেন, 'ফ্যান্টাস্টিক!'

১৮৯২ নীলরতন ধরের (১৮৯২-১৯৮৬) জন্মদিন। প্রখ্যাত বিজ্ঞান সাধক। শিক্ষা জীবনে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সব ক্ষেত্রে প্রথম। এমএসসি-তে রেকর্ড নম্বর পেয়েছিলেন বলে ২০টি সোনার মেডেল, গ্রিফিথ পুরস্কার ও এশিয়াটিক সোসাইটির দেওয়া পুরস্কার পান। প্রথম জীবনের বিখ্যাত কাজ ইন্ডিউসড অ্যান্ড ফোটো কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন। মৌলিক গবেষণা পত্রের সংখ্যা ৬০০-র বেশি। ৯৪ বছর বয়সেও নাইট্রোজেন ফিকশন নিয়ে গবেষণা করেছেন। নোবেল পুরস্কার কমিটিতে রসায়ন বিভাগের অন্যতম বিচারক ছিলেন। পদ্মশ্রী দিতে চাইলে, সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থ দান করেছেন। শেষ সাত বছরের উপার্জন তুলে দিয়েছিলেন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়কে।

১৮৯৬ খগেন্দ্রনাথ মিত্র (১৮৯৬-১৯৭৮) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক। 'ভোম্বল সর্দার', 'বাগদি ডাকাত', 'পাতালপুরীর কাহিনি', 'আবিষ্কারের কাহিনি'-সহ শতাধিক গ্রন্থের লেখক। তাঁর লেখা বই হিন্দি ও রুশ ভাষাতেও অনূদিত হয়েছে। শিশু সাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারের জন্য মনোনীত হন। কিন্তু পুরস্কারের অর্থমূল্য ৫০০০ থেকে কমিয়ে ১০০০ টাকা করা হয়েছিল বলে সেই পুরস্কার নেননি।

১৭৫৭ ব্রিটিশদের কলকাতা পুনর্দখল। ২০ জুন, ১৭৫৬-তে নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা দখল করে নেওয়ার পরে লর্ড ক্লাইভ এবং ওয়াটসন মাদ্রাজ থেকে জাহাজযোগে সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসেন ও এদিন কলকাতা পুনরায় দখল করেন।

পার্টির কর্মসূচি

মালদহের রতুয়া ২নং ব্লকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবসে দলীয় পতাকা উত্তোলন করছেন চেয়ারম্যান সমর মুখোপাধ্যায়। রয়েছেন জেলা সভাপতি আবদুর রহিম বক্সি-সহ অন্য নেতৃবৃন্দ।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-৮৯২

■	১	২		৩		৪	■
৫	■		■		■	৬	৭
৮			■		■	■	
	■	■	■	৯			
১০			১১	■	■	■	
	■	■		■	১২		
১৩	১৪	■		■		■	
■	১৫						■

পাশাপাশি : ১. নির্মল ও শুভ্র ৬. আশীর্বাদ ৮. শেষ, সমাপ্ত ৯. জাঁকজমক ১০. শালগম জাতীয় একরকম আনাজ ১২. খোঁপা ১৩. গিরিশচন্দ্র ঘোষ রচিত নাটক ১৫. চলাফেরা, কথাবার্তা বা তার ধরন।

উপর-নিচ : ২. রাশিবিশেষ ৩. বঙ্গীয় 'ট্রেজারি' ৪. বিন্দু ৫. (আল.) অসার কথা ৭. রবিবার সংক্রান্ত ১১. পিছনের দিকের আকর্ষণ ১২. গ্রাস ১৪. নর্তন, নৃত্য।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ৮৯১ : পাশাপাশি : ২. অবমাননা ৫. কলালাপ ৬. গরম ৭. শরবত ৯. আর আর ১২. কমতি ১৩. পানাহার ১৪. সমাজপতি। **উপরনিচ :** ১. একরাশ ২. অপগত ৩. মানমন্দির ৪. নাকচ ৮. বরকন্দাজ ৯. আঁতিপাতি ১০. রমরমা ১১. সমাস।

১ ডিসেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৬৩৮৫০
গয়না সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৬৪১৫০
হলমার্ক গয়না সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৬১০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	৭৩৯৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	৭৪০৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৪.৪৬	৮২.৯৫
ইউরো	৯৩.০৭	৯১.৫১
পাউন্ড	১০৭.৩৩	১০৫.৫৩

নজরকাড়া ইনস্টা

■ সোনাক্ষী

■ মোনালি

সম্পাদক : সুখেন্দুশেখর রায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও সরস্বতী প্রিন্ট ফ্যাক্টরি প্রাইভেট লিমিটেড ৭৮৯, চৌভাগা ওয়েস্ট, চায়না মন্দিরের কাছে, কলকাতা ৭০০ ১০৫ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SUKHENDU SEKHAR RAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Saraswati Print Factory Pvt. Ltd. 789 Chowbhaga West, near China Mandir, Kolkata 700 105 Regd. No. WBBEN / 2004/14087 • Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A , A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বছরের প্রথম দিনে বিড়লা তারামণ্ডলে দর্শনার্থীদের ভিড়

প্রতিষ্ঠা দিবসে লড়াইয়ের সংকল্প

প্রতিবেদন : রাজ্য জুড়ে পালিত হল তৃণমূল কংগ্রেসের ২৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস। নতুন বছরের প্রথম দিনেই জেলায় জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের অনুষ্ঠানের সূচনা হয় রাজ্য সঙ্গীত 'বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু বাংলার ফল' গানটি দিয়ে। তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসে বিধাননগরে প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে পতাকা উত্তোলন করেন মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগ্রামী জীবনের ইতিহাস তুলে ধরেন তিনি। কেক কেটে এবং গরিব মানুষদের মশারি ও কম্বল বিতরণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। বাঁশদ্রোণীতে দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। তিনি শিশুদের কেক ও কমলালেবু বিতরণ করেন। দমদমে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আইএনটিটিইউসি-র এনএসসিবিআই কন্ট্রাক্টর ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের উদ্যোগে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন হয়। গিরিশ পার্কে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবসে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সঞ্জয় বক্সি, স্মিতা বক্সি, সৌম্য বক্সি ও রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। হাওড়া জেলা (সদর) তৃণমূলের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা দিবসে জেলা কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলন করেন মন্ত্রী অরূপ রায়, উপস্থিত ছিলেন সদর তৃণমূলের সভাপতি বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ, চেয়ারম্যান লগনদেও সিং প্রমুখ। হুগলির উত্তরপাড়া শহর তৃণমূল কংগ্রেস, তৃণমূল যুব, ছাত্র, মহিলা, সংখ্যালঘু, ও হিন্দি সেলের পরিচালনায় দলীয় পতাকা উত্তোলন করে প্রভাতফেরির মাধ্যমে পালিত হল প্রতিষ্ঠা দিবস। মহামায়া শিশু, মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র ও উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ফল বিতরণ করা হয় জেলার যুব সভাপতি শুভদীপ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। হরিপাল ব্লক তৃণমূল জয়হিন্দ বাহিনীর উদ্যোগে হরিপাল গ্রামীণ হাসপাতালে রোগীদের ফল বিতরণ করা হয়। ছিলেন হরিপালের বিধায়ক ডাঃ করবী মান্না, ব্লক জয় হিন্দ বাহিনীর সভাপতি স্বরূপ মিত্র, দেবাশিস পাঠক, সুচন্দ্রা ধোলে প্রমুখ। চুঁচুড়ায় ১ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনে দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিধায়ক অসিত মজুমদার। কর্মীদের নিয়ে এক বিশেষ পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতে প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনে ছিলেন অরুণ ভৌমিক, দেবাশিস মিত্র, পুরপিতা দেবব্রত পাল-সহ অন্যরা। বসিরহাটের অনুষ্ঠানে ছিলেন ব্লক সভাপতি ফরিদ জমাদার, যুব সভাপতি আব্দুল খালেক প্রমুখ। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান কার্যালয়ে দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস, ছিলেন জেলা আইএনটিটিইউসির সভাপতি নারায়ণ ঘোষ। হাবড়ার অনুষ্ঠানে ছিলেন মন্ত্রী রথীন ঘোষ। কাঁথিতে গদ্দার অধিকারীর পাড়ায় রাতা বারোটায় দলীয় পতাকা তুলে ও কেক কেটে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করেন মন্ত্রী অখিল গিরি। এছাড়া দক্ষিণ ও উত্তরের সমস্ত জেলায় তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান ঘিরে ছিল উন্মাদনা।

■ টালিগঞ্জের জাপানি কনসুলেটের সামনে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস আয়োজিত কল্পতরু উৎসবে মন্ত্রীর সঙ্গে কাউন্সিলর অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যরা।

নতুন বছরের প্রথম দিনেই টিকিট-বিভ্রান্তি মেট্রোয়

প্রতিবেদন : একের পর এক আত্মহত্যা ও প্রযুক্তিগত কারণে শহরের বুকে মেট্রো বিভ্রাট এখন রোজনামচা। এবার বছরের প্রথমদিনেই টিকিট বিভ্রান্তিতে মেট্রো যাত্রীরা। কলকাতা শহরের প্রাণ মেট্রোয় সফর করতে টিকিট হিসেবে টোকেনের ব্যবহারই দস্তুর। কেবলমাত্র দুর্গাপুজোর ৪ দিন বাড়তি যাত্রীর চাপ সামলাতে কাগজের টিকিট ইস্যু করা হয়। কিন্তু বছরের প্রথম দিনেই প্রযুক্তিগত ত্রুটির জেরে কাগজের টিকিটে যাত্রা করলেন যাত্রীরা। সোমবার পয়লা জানুয়ারি সকাল থেকেই মেট্রোর বিরাট অংশ জুড়ে টোকেনের সমস্যা দেখা দিয়েছে। টোকেন ও স্মার্ট কার্ডের সম্পূর্ণ ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে রয়েছে ক্রিস নামের একটি রেল পরিচালিত সংস্থা। মেট্রো রেলের তরফে জানানো হয়েছে, সেই কাজেই প্রযুক্তিগত কিছু ত্রুটি হওয়ায় টোকেন পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে। তাই বিকল্প হিসেবে কাগজের টিকিট দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে দীর্ঘক্ষণ স্বাভাবিক ছিল না পরিষেবা।

বর্ষবরণে কড়া পুলিশি পদক্ষেপ, ধৃত ৪৫৭

প্রতিবেদন : বর্ষবরণের রাতে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে শহর থেকে জেলা কড়া নিরাপত্তা, কঠোর প্রশাসন। অতন্দ্রপ্রহরী পুলিশ। যার ফলে রাতের শহরে মোটরবাইকের দৌরাত্ম্য অনেকটাই কম ছিল এবার। হেলমেটহীন বাইক আরোহীদের জরিমানা করা হয়। এবার বর্ষবরণের রাতে কলকাতা শহরে বেপরোয়া গতির বলির কোনও খবর নেই। তবে তার মধ্যেও কলকাতা শহরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আইন ভেঙে গ্রেফতার ৪৫৭ জন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ৩১ ডিসেম্বর রাস্তায় ট্রাফিক আইন অমান্যকারীর সংখ্যাটি কম নয়। অভিযোগ পেয়েই প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিয়েছে পুলিশ।

হেলমেট না পরে বাইক চালানোর অভিযোগে রবিবার সারা দিনে ৫৫৭টি অভিযোগ দায়ের হয়। বাইকের পিছনের আসনে বসে হেলমেট না-পরার ঘটনায় ২১৬টি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালানোর অভিযোগে ২৮৭টি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। এ ছাড়াও পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, বেপরোয়া ভাবে ট্রাফিক আইন ভাঙার ঘটনা ঘটেছে ৩১১।

■ আইন ভেঙে শহরে গ্রেফতার ৪৫৭ জন

■ মত্ত অবস্থায় বাইক চালানোর অভিযোগ ২৮৭

■ হেলমেট না পরে বাইক চালানোর অভিযোগ ৫৫৮

■ বাইকে হেলমেটহীন আরোহী ২১৬

■ বেআইনি মদ বাজেয়াপ্ত ৪৯ লিটার

বর্ষবরণের রাতে অভিযান চালিয়ে কলকাতা থেকে প্রায় ৪৯ লিটার বেআইনি মদ বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ। এর পাশাপাশি, অভব্য আচরণের অভিযোগে রবিবার রাতে শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৪৫৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে আগেই জানা গিয়েছিল, বর্ষবরণের রাতে মত্ত অবস্থায় বেপরোয়া আচরণ করে ধরা পড়লেই পাঁচ হাজার থেকে সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা দিতে হতে পারে অভিযুক্তকে।

সবমিলিয়ে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এবার শুরু থেকেই সতর্ক ছিল পুলিশ। পার্ক স্ট্রিট, মির্জা গালিব স্ট্রিট, রাসেল স্ট্রিট, মিডলটন রো-সহ শহরের বিভিন্ন রাস্তায় এ-বছর পুলিশি নজরদারি বাড়ানো হয়। ফলে সেভাবে বড়সড় কোনও দুর্ঘটনার খবর নেই শহরে। কড়া হাতে সবকিছু সামাল দিয়ে লেটার মার্কস পেল কলকাতা পুলিশ।

আরও হিয়ারিং অফিসার নিয়োগ করছে পুরসভা

প্রতিবেদন : বেআইনি নির্মাণ নিয়ে আরও কড়া পদক্ষেপ নিতে চলেছে কলকাতা পুরসভা। দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা বেআইনি নির্মাণ মামলাগুলিতে আরও গতি আনতে এবার অতিরিক্ত হিয়ারিং অফিসার নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শুক্রবার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিমের পৌরোহিত্যে মেয়র

পারিষদের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এবার রাজ্য সরকারের অনুমোদন পেলেই একাধিক হিয়ারিং অফিসার নিয়োগ করবে পুরসভা। গত কয়েকমাস ধরে শহরে বেআইনি নির্মাণ রুখতে ময়দানে নেমেছেন স্বয়ং মেয়র। নির্মাণ সংক্রান্ত পুরসভার যাবতীয় নিয়ম লঙ্ঘন করে কোনও নির্মাণের অভিযোগ পেলে বিল্ডিং আইন অনুযায়ী পুরসভা অবিলম্বে কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দেয়। এরপর হিয়ারিং অফিসাররা ওই নির্মাণ পরিদর্শন করে রিপোর্ট জমা করলে শুরু হয় মামলার শুনানি। কিন্তু বর্তমানে মাত্র একজন হিয়ারিং অফিসার থাকায় প্রচুর মামলার শুনানি ঝুলে রয়েছে। ফলে সেসব বেআইনি নির্মাণ ভাঙাও আটকে থাকছে। তাই মামলার শুনানিতে আরও গতি আনতে এবার একাধিক হিয়ারিং অফিসার নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিল পুরসভা।

এবার পিপিপি মডেলে বাস পরিষেবা

প্রতিবেদন : পরিবহণ দফতর সরকারি বাস পরিষেবা লাভজনক করতে উদ্যোগী হয়েছে। চলতি মাস থেকেই কলকাতা ও শহরতলির বেশ কিছু বাস পিপিপি মডেলে পরিচালনার জন্য দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তার জন্য কড়া শর্ত আরোপ করছে রাজ্য। পরিবহণ দফতর নির্ধারিত ভাড়াই নিতে হবে যাত্রীদের কাছ থেকে, যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়ে যত্নশীল হতে হবে এবং বাসের উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাস রাখতে হবে সরকারি গ্যারাজেই। কোনওভাবেই যাতে এর অন্যথা না হয়, তার জন্য কড়া নজরদারি চালাবে রাজ্য। জানিয়েছেন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। পাশাপাশি আরও ১২টি রুটকে পিপিপি মডেলে চালানোর ভাবনাচিন্তা করেছে পরিবহণ দফতর।

সাইকোলজিক্যাল কাউন্সেলিং শুরু সিবিএসই-র

প্রতিবেদন: বছরের প্রথম দিন থেকে দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষার্থীদের মনস্তাত্ত্বিক কাউন্সেলিং শুরু করল সিবিএসই বোর্ড। দুই ধাপে হবে এই কাউন্সেলিং। যার মূল উদ্দেশ্য পরীক্ষার্থীদের মধ্যে পরীক্ষার ভীতি দূর করা। প্রসঙ্গত সোমবার থেকেই শুরু হয়েছে এই বোর্ডের দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা। থিওরি শুরু হবে ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে। জানা গিয়েছে, দুই ধাপে হবে এই কাউন্সেলিং। প্রথম ধাপটি হবে পরীক্ষার আগে, আর দ্বিতীয় পর্যায়ের কাউন্সেলিং হবে ফল প্রকাশের পর। গত ২৬ বছর ধরেই পরীক্ষা ও রেজাল্ট সম্পর্কিত মানসিক সমস্যা কাটাতে পড়ুয়া ও অভিভাবকদের জন্য কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করে আসছে বোর্ড। সেইমতো এ বছরও শুরু হয়েছে

বোর্ডের পরীক্ষার্থীদের জন্য কাউন্সেলিং পরিষেবা। দ্বিতীয় পর্যায়ে সিবিএসই অনুমোদিত স্কুলের মোট ৬৫জন প্রশিক্ষিত কাউন্সেলর এবং বিশেষ এডুকেটর, প্রিন্সিপাল টেলি-কাউন্সেলিং-এর জন্য থাকবেন। সকাল সাড়ে নটা থেকে বিকেল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত কাউন্সেলিং চলবে। দেশের যে কোনও প্রান্ত থেকে সিবিএসই বোর্ডের পড়ুয়া ও অভিভাবকেরা টেলি কাউন্সেলিং-এর সুবিধা নিতে পারবেন। টোল-ফ্রি নম্বর ১৮০০-১১-৮০০৪-এ ফোন করে সিবিএসই-র টেলি-কাউন্সেলিং পরিষেবা পাওয়া যাবে। একইসঙ্গে সিবিএসই-র ওয়েবসাইটে একটি কাউন্সেলিং লিঙ্ক দেওয়া হয়েছে যেখানে দুশ্চিন্তা থেকে উদ্বেগ কিংবা মানসিক চাপমুক্ত হওয়ার জন্য তথ্য দেওয়া হয়েছে।

একগুচ্ছ নিয়োগ পুরসভায়

প্রতিবেদন: নতুন বছরের শুরুতেই ঢালাও কর্মসংস্থান পুরসভায়। একগুচ্ছ পদে মোট ৮৩ জন স্থায়ী কর্মী নিয়োগ করবে কলকাতা পুরসভা। গত শুক্রবারই মেয়র পারিষদের বৈঠকে মেকানিক, রোলার চালক-সহ একাধিক পদে কর্মী নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে এই নিয়োগ হবে। বছরের শুরুতেই রোলার-ট্রাক্টর চালক কাম মেকানিক হিসেবে ১৪ জন গ্রেড-১ এবং ২৭ জন গ্রেড-২ কর্মী নেওয়া হবে। এছাড়াও রোলার অ্যাসিস্টেন্ট কাম জুনিয়র মেকানিক পদে ৪২ জন স্থায়ী কর্মী নিয়োগ করা হবে

যুবক খুন

সংবাদদাতা, বারাকপুর: বর্ষবরণের রাতে এক তৃণমূল কর্মীকে পিটিয়ে খুন করল দুষ্কৃতীরা। মৃত তৃণমূল কর্মী বছর ২৫-এর অভিজিৎ বিশ্বাস ওরফে বিষ্ণু। আততায়ীদের আক্রমণে জখম হয়েছেন মৃতের দাদা বিশ্বজিৎ বিশ্বাস। ঘোলার বিলকান্দা ১ নম্বর পঞ্চায়েতের বাসিন্দা অভিজিৎ ৩১ ডিসেম্বর রাতে দাদার সঙ্গে বেরিয়েছিলেন। ফেরার পথে দুষ্কৃতীরা প্রথমে দাদা বিশ্বজিৎ এবং পরে ধারাল অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করে অভিজিৎকে। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে পানিহাটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে আরজিকর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানেই সোমবার ভোররাতে মৃত্যু হয় তাঁর। আততায়ীদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্পাদকীয়

2 January, 2024 • Tuesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অঙ্গীকার

সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। ২৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস। ১ জানুয়ারি। বাংলা জুড়ে শ্রদ্ধায় স্মরণ। বদলে যাওয়া বাংলার আক্ষরিক অর্থে নিউক্লিয়াস তৃণমূল কংগ্রেস। আর এই নিউক্লিয়াসের পুরোধা ব্যক্তি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩৪ বছরের বাম শাসনের পাপ ঘাড়ে নিয়ে বাংলা প্রায় ন্যুব্জ হয়ে পড়েছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সময় বদলে দিয়েছেন। বাংলার মানুষকে শুধু দ্বিতীয় স্বাধীনতা এনে দিয়েছিলেন তাই নয়, বাংলার হারানো সম্মান ফিরিয়ে এনেছেন। এক সময় দেশের মানুষ বলতেন, আজ যা বাংলা ভাবে, কাল তা ভারত। সেই ভাবনায় পড়েছিল বাম জমানার কুশাসনের শ্যাওলা। দীর্ঘ প্রায় ১২ বছর ধরে জননেত্রী সেই শ্যাওলা পরিষ্কার করেছেন। আজ বাংলার কন্যাশ্রী শুধু যে বিশ্বসম্মান কেড়ে নিয়ে এসেছে তাই নয়, একটির পর একটি প্রকল্পে দেশের সেরার সেরা। এমনকী দেশে যখন বেকারত্ব বাড়ছে, তখন রাজ্যে কর্মসংস্থান বেড়েছে। দেশের জিডিপি কমছে, রাজ্যের বাড়ছে। হাজার বঞ্চনা, অন্যায়, প্রতিহিংসার ঘৃণ্য রাজনীতির পরেও বাংলাকে তার উচ্চ আসন থেকে সরানো যায়নি। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে ভোটে মানুষের মন পাওয়ার জন্য রামের আশ্রয় নিতে হয়। আর বাংলার সরকারের আস্থা তার কাজে, উন্নয়নে। উন্নয়নের জোরেই বিরোধীরা নিশ্চিহ্ন হচ্ছে বাংলায়। নতুন বছর, দলের প্রতিষ্ঠা দিবস। দলের অঙ্গীকার, এই প্রতিহিংসা আর স্বৈরাচারী সরকারকে উৎখাত করতে দেশের মধ্যে সর্বাগ্রে থাকবে তৃণমূল কংগ্রেস। পুরোভাগে থাকবেন জননেত্রী। বাংলা বদলের পর এবার দেশ বদলের ডাক, অঙ্গীকার।

মোদি কালচার, দেখি যত অনাচার

দেশের গরিব-মধ্যবিত্ত মানুষের ন্যূনতম জীবনধারণের অধিকার কার্যত কেড়ে নিয়ে আত্মগরিমা প্রচারে মগ্ন স্বেচ্ছাচারী শাসক, নরেন্দ্র মোদি। উন্নয়নকে ব্রাত্য করে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে তাঁর ধর্মান্ধতার রথ। কিন্তু মন্দির রাজনীতির ঢেউ তুলেও সত্যকে চেপে রাখা যাচ্ছে না। উল্টে প্রায় প্রতিদিন মোদি জমানার ব্যর্থতার একটার পর একটা ছবি উঠে আসছে জনমানসে। দেখা যাচ্ছে, দেশের ৫৬ শতাংশ পরিবার এখনও চরম আর্থিক অনিশ্চয়তায় ভুগছে। এই আশঙ্কা যেকোনও সময়ে রুটিরুজি হারানোর ভয় থেকে জন্ম নিয়েছে। যে দেশের অর্থনীতি বিশ্বের পঞ্চম বলে গর্ব করে দাবি করেন ৫৬ ইঞ্চির ছাতি, সেই দেশের প্রায় ২২ শতাংশ মানুষ সংসার চালাতে তাঁদের ন্যূনতম সঞ্চয় ভাঙতে বাধ্য হয়েছেন বলে জানিয়েছেন। 'মোদির গ্যারান্টি' বলা প্রধানমন্ত্রীর রাজত্বে এদেশের ৬৫ শতাংশ পরিবার আর্থিকভাবে দুর্বল হয়েছে। সমীক্ষা এও জানিয়েছে, মোদির দ্বিতীয় দফার প্রধানমন্ত্রিত্বকালে আর্থিকভাবে ৭০ শতাংশ পরিবার পিছিয়ে গিয়েছে। মোদির আমলে ধনী আরও ধনী হয়েছে, গরিব আরও গরিব। এই সরকার আসলে শাসকঘনিষ্ঠ বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীর স্বার্থই দেখে এসেছে। বিরোধীদের এই অভিযোগের সত্যতা একাধিক সমীক্ষায় উঠে এসেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, এখনও দেশের এক শতাংশ ধনী মানুষের হাতে ৪০ শতাংশ সম্পদ গচ্ছিত আছে। এখানেই শেষ নয়। আছে কর্মসংস্থানের কথাও। ক্ষমতায় আসতে ২০১৪ সালে বছরে ২ কোটি বেকারের চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মোদি। সেসব প্রতিশ্রুতি ইচ্ছাকৃতভাবে হয়তো এখন 'ভুলে' বসে আছেন! বরং বলা যায়, সেটা ঢোঁক গিলে এবছরের গোড়ায় নতুন লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করে মোদি জানান, দেড় বছরে ১০ লক্ষ সরকারি শূন্যপদ পূরণ করা হবে। সেইমতো মাঝে মাঝে 'রোজগার মেলা' করে নিয়োগপত্র বিলি করা হচ্ছে। আরও লজ্জার বিষয় হল, এই সরকার দেশের মানুষকে দু'বেলা স্বাস্থ্যকর খাবার দিতে পারে না। স্বাস্থ্যকর খাবার পায় না দেশের প্রায় ১৭ শতাংশ মানুষ। আর ১৮.৭ শতাংশ শিশু অপুষ্টির শিকার। পরিস্থিতি এমন যে, বিশ্ব ক্ষুধাসূচকের তালিকায় ১২৫টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১১১ নম্বরে। ধরা যাক, মূল্যবৃদ্ধির কথা। গত এক দশকে খুচরো ও পাইকারি মূল্যবৃদ্ধির ছেঁকায় পুড়ছে গরিব মধ্যবিত্ত। খুচরো মূল্যবৃদ্ধি গত তিন মাসে সর্বোচ্চ হারে পৌঁছেছে। পেট্রল লিটার পিছু ১০৬, ডিজেলের মূল্য ৯০ টাকা। রান্নার গ্যাস এক হাজার টাকা করার পরে ২০০ টাকা কমিয়েছে। তবু লজ্জা নেই দেশের শাসকদের। এই সরকারকে না হটালে দেশ বাঁচবে না।

— **সীমা বন্দ্যোপাধ্যায়, বেলেঘাটা, কলকাতা ১০**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
editorial@jagobangla.in

তৃণমূল কংগ্রেসের ২৭ বছর

২৭ বছর ধরে নিরলস সংগ্রাম। জনস্বার্থে গঠিত তৃণমূল কংগ্রেসের অক্লান্ত পথ চলা। কেন সেদিন নতুন দল গড়ার আবশ্যকতা অনুভব করেছিলেন জননেত্রী। কেন আজও জোড়া ফুল ফুটিয়ে রাখার আবশ্যকতা অনুভূত দিকে দিগন্তে। সেসবের আনুপূর্বিক বিশ্লেষণে **প্রবীর ঘোষাল**

সে এক বিভীষিকার রাজত্ব। গোটা বাংলা জুড়ে তখন সিপিএমের বল্গাহীন সন্ত্রাস চলছে। গ্রামে তো বটেই শহরেও শান্তি নেই। লাল সন্ত্রাসের শিকার অবিভক্ত কংগ্রেসের নিচের তলার কর্মী-সমর্থকরা। রেহাই নেই বামফ্রন্টের শরিকদেরও। তারাও সিপিএমের তাড়া খেয়ে বেড়াচ্ছে গ্রামেগঞ্জে। কত প্রাণ যে হার্মাদদের হাতে বলি হচ্ছে, তার ইয়ত্তা নেই।

১৯৮৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে এ রাজ্যে সিপিএমের বিপর্যয় বামফ্রন্ট জমানার একটা মাইলস্টোন। তার চেয়েও বড় কথা আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের কর্তারা কংগ্রেসের কেষ্টবিষ্টুদের ম্যানেজ করে দিব্যি দিন কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু ওই নির্বাচনে যাদবপুর কেন্দ্রে জিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের সুখের ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছিলেন। সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মতো বাঘা ব্যারিস্টারকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হারিয়ে দেওয়া প্রথম প্রথম 'অঘটন' বলে চালাবার চেষ্টা করেছিল সিপিএম। কিন্তু অচিরেই তারা বুঝে যায়, মমতা নামে এক 'ঝড়ের পাখি'র আবির্ভাব হয়েছে বাংলার রাজনীতির আকাশে। অনেকটা কংসের কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের জন্মের মতো।

সত্যিই ঝড়ের পাখি! অল্প দিনেই অত্যাচারিত অবহেলিত বাংলার মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এক নেত্রী হয়ে উঠলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বছর দুয়েকের মধ্যেই তাঁর জনপ্রিয়তা তুঙ্গে চলে গেল। জেলায় জেলায় ছুটে বেড়াচ্ছেন তিনি। যেখানেই মমতা সেখানেই মানুষের ঢল। যেন হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালা! স্বভাবতই সিপিএমের 'চক্ষুশূল' হয়ে উঠলেন তিনি। কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতা-নেত্রীর ঈর্ষার শিকার হলেন। অবশ্য তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী এবং হাইকমান্ড বুঝে গিয়েছিলেন, বাংলার 'মুখ' হচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই।

কিন্তু বাংলার 'অগ্নিকন্যা'র সিপিএম বিরোধী অভিযানকে থামাতে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের সঙ্গে কংগ্রেসের আঁতাত ক্রমশ প্রকাশ্যে চলে এল। রাজীব গান্ধী যতদিন জীবিত ছিলেন, তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। রাজ্য যুব কংগ্রেস সভানেত্রীর পদে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বসিয়েছিলেন রাজীবই। আর ওই পদে বসার আগেই জননেত্রী প্রমাণ করে দিয়েছিলেন, তাঁকে সিপিএম এতটাই ভয় পাচ্ছে যে, হত্যার চেষ্টা করতেও পিছ-পা হচ্ছে না। ১৯৯০ সালে ১৬ অগাস্ট কলকাতার হাজরা মোড়ের ঘটনা আমাদের সকলেরই জানা। সিপিএমের হার্মাদরা হত্যার উদ্দেশ্য নিয়েই সেদিন প্রকাশ্য দিবালোকে তাঁর ওপর নৃশংস হামলা চালিয়েছিল। বেশ কয়েকদিন হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষার পর বাড়ি ফেরেন নেত্রী। অগ্নিকন্যার আগুন নেভাতে এরকম ষড়যন্ত্র অবশ্য সিপিএম একবার নয়, বার বার করেছে। কিন্তু মমতাকে তাঁর লক্ষ্য থেকে সরানো যায়নি।

রাজীব গান্ধীর মৃত্যুর পর সিপিএমের অনেকটাই সুবিধা হয়ে যায় কংগ্রেস হাইকমান্ড এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে লালপার্টির দোস্তি নিবিড় হয়। রাজ্য কংগ্রেস নেতৃত্বের একটা বড় অংশ তো বরাবরই আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের অঙ্গুলিহেলনেই চলাফেরা করত। সিপিএমের মতোই তাদেরও টার্গেট ছিল, মমতা। ১৯৯২ সালে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনের ফলাফলই বুঝিয়ে দিয়েছিল, হাইকমান্ডও সিপিএমের নির্দেশেই কাজ করছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কার্যত তখন থেকেই নতুন দল গঠনের মানসিক প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। নেত্রী এটাও বুঝে যান, তিনি নয়া দলের জন্ম দিলে, কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকদের সিংহভাগই তাঁর সঙ্গেই থাকবেন। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনে কলকাঠি নেড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়ে দেওয়ার পর রাজ্যের সর্বত্র দল আড়াআড়িভাবে বিভক্ত হয়ে যায়।

১৯৯৮ সালের পয়লা জানুয়ারি ছিল রাজ্য রাজনীতির এক মাহেন্দ্রক্ষণ। মমতার নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হল। মাত্র কয়েকদিন পরেই লোকসভা নির্বাচন। তাক লাগানো ফল করল তৃণমূল কংগ্রেস। সেই ফলের পর অবশ্য অনেক রাজনৈতিক পণ্ডিতকে বলতে শুনেছি, মমতার দলের দশা অজয় মুখোপাধ্যায়ের বাংলা কংগ্রেসের মতো হবে। কেউ কেউ আরও এক ধাপ এগিয়ে বলেছিলেন, কেন প্রণব মুখোপাধ্যায়ও তো রাষ্ট্রীয় সমাজবাদী পার্টি তৈরি করেছিলেন। কী হল, সেই দলের? কর্পূরের মতো উবে গিয়েছিল প্রণববাবুর দল।

কিন্তু মমতা তো সিপিএমকে বধ করার জন্য ঈশ্বর-আল্লার আশীর্বাদ নিয়ে ময়দানে নেমেছেন। তাঁকে কে রুখবে? ঝড়ের গতিতে এগিয়ে চলল তৃণমূল কংগ্রেস। ১৯৯৮ সালের ভোটেও তৃণমূল কংগ্রেসের জনপ্রিয়তার ঊর্ধ্বগতি বজায় রইল। কিন্তু রাজ্যবাসীকে ২০০০ সালে আর একটি ভোটে মমতা চমকে দিয়েছিলেন। সেটা ছিল, পাঁশকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের উপ-নির্বাচন। সিপিআই নেত্রী গীতা মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে আসনটি শূন্য হয়েছিল।

মমতা তখন রেলমন্ত্রী। বাক্স-বেডিং নিয়ে তিনি হাজির হলেন মেদিনীপুরে। শহরে একটি বেসরকারি বাংলোয় ঘাঁটি গাড়লেন। টানা ৯ দিন সেখানে থেকে তিনি শুধু মামুলি প্রচার নয়, সিপিএমের সন্ত্রাস কবলিত গ্রামগুলি চষে বেড়াতে লাগলেন। মমতাকে কাছে পেয়ে গণ-জাগরণ সৃষ্টি হল। এই অধ্যায়ের এই প্রতিবেদকও একজন সাক্ষী। একই বাংলোয় থেকে আমরা দুই সাংবাদিক মমতার সেই নাছোড় যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছিলাম। যুদ্ধই বটে। পাঁশকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত অধিকাংশ গ্রাম তো তখন হার্মাদদের দখলে। দিনেও তাদের আতঙ্কে গ্রামের মানুষ তটস্থ হয়ে থাকে। কিন্তু পরিবর্তনের চোরাস্রোত যে বইতে শুরু করেছে, পাঁশকুড়ায় ভোটের ফল তা বিলক্ষণ জানিয়ে দিল। সিপিএমের বকলমে বামফ্রন্টকে হারিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করল। আর যে কংগ্রেস ভোট কেটে সিপিআইকে জেতাতে প্রার্থী দাঁড় করিয়েছিল, তাদের পাঁশকুড়ায় জমানত জব্দ হল। অর্থাৎ বামফ্রন্ট তথা সিপিএমের বিকল্প যে মমতা এবং তৃণমূল কংগ্রেস, তা নিয়ে জনমনে আর কোনও দ্বিধা রইল না।

সিপিএমও হিসাব কষল, আর ঘোমটা দিয়ে রিগিং-সন্ত্রাস নয়, ক্ষমতায় টিকে থাকতে গেলে, আরও ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করতে হবে ওই সব অস্ত্র। তার পরিণতি ২০০১ সালে বিধানসভা এবং ২০০৪ সালের লোকসভা নির্বাচন। বুথের পর বুথে পুলিশ পাহারায় হার্মাদরা অবাধে রিগিং করল। সেই সন্ত্রাসের সবচেয়ে বড় শিকার ছিল গ্রামাঞ্চল। লোকসভা ভোটে আরামবাগ কেন্দ্রে সিপিএম ৬ লক্ষ ভোটে জিতে দেশের মধ্যে রেকর্ড গড়েছিল। অথচ, আরামবাগে লালপার্টিকে আজ দূরবিন দিয়ে খুঁজলেও দেখা যায় না। ২০০৬ সালেও সন্ত্রাস-রিগিং চালিয়ে সিপিএম ফের জিতে আসে। মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য দম্ভ করে বলেছিলেন, আমরা ২৩৫, আর ওরা (তৃণমূল কংগ্রেস) শুধু ৩০।

মমতা কিন্তু হতোদ্যম হননি। তৃণমূল কংগ্রেসকে তিনি লড়াইয়ের ময়দানে রেখেছিলেন। আর নিজেও দৌড়ে বেড়াচ্ছিলেন। তার ফলও পেলেন হাতেনাতে। ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচন ছিল বাংলার রাজনীতিতে এটা পরিবর্তনের সেমিফাইন্যাল। ৪২টি আসনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন জোট ২৬টি আসন দখল করে। জোটে ছিল কংগ্রেস এবং এসইউসি। সিপিএমের রিগিং তখন থেকেই অনেকটাই আটকে যায়। কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের কড়া মনোভাবে হার্মাদদের সাজানো ছক ভেঙে যায়।

২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচন ছিল ঐতিহাসিক। দেশের মধ্যে একমাত্র রাজ্য যেখানে বামফ্রন্টের নামে সিপিএম একদলীয় শাসন কায়েম রেখেছিল একটানা ৩৪ বছর। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অঙ্গীকার রক্ষা করলেন, লালপার্টির অপশাসনের অবসানের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ দুই দশক ধরে তিনি যুদ্ধ করে রাজ্যকে ফ্যাসিস্ট শাসনের কবল থেকে মুক্ত করেন।

রাজ্যপাটে বসেও মমতা যুদ্ধের অবসান ঘটাননি। তখন ছিল সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই, এখন চালাচ্ছেন উন্নয়নের যুদ্ধ। কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে জব্দ করতে নানা জনমুখী প্রকল্পের কয়েক হাজার কোটি টাকা আটকে রেখেছে। সিবিআই, ইডি'র মতো এজেন্সিগুলিকে লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তবুও মমতাকে দমানো যাচ্ছে না। যেমন অতীতে সিপিএম পারেনি। ২৭ বছর তৃণমূল কংগ্রেস একইভাবে অন্যায় এবং অবিচারের বিরুদ্ধে মমতার নেতৃত্বে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।

হাড়োয়া গ্রামীণ হাসপাতালে রোগীদের শীতবস্ত্র, ফল-মিষ্টি দান

সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের
প্রতিষ্ঠা দিবস

তৃণমূল কংগ্রেসের ২৭তম প্রতিষ্ঠা দিবসে ক্যামেরাবন্দি বিশেষ কিছু মুহূর্ত

■ তৃণমূল প্রতিষ্ঠা দিবসে বাঁশদ্রোণীতে দলীয় পতাকা উত্তোলন করলেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ও সর্বভারতীয় তৃণমূলের কোষাধ্যক্ষ অরূপ বিশ্বাস। ছোটদের মধ্যে কেক ও কমলালেবু বিতরণ করেন তিনি।

■ ৯০ নম্বর ওয়ার্ডে পঞ্চাননতলায় তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে রক্তদান ও বস্ত্রদান উৎসব। উপস্থিত দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি এবং মেয়র পারিষদ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়।

■ গিরিশ পার্কের কর্মসূচিতে উপস্থিত সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সঞ্জয় বক্সি, স্মিতা বক্সি, সৌম্য বক্সি ও কুণাল ঘোষ প্রমুখ।

■ প্রতিষ্ঠা দিবসে ৮২ নম্বর ওয়ার্ড অফিসে দলীয় পতাকা উত্তোলন করলেন কলকাতার মেয়র তথা পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

■ বারুইপুর ১০ নম্বর ওয়ার্ডের নবনির্মিত তৃণমূল কংগ্রেস ভবন উদ্বোধন করলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

■ চেতলায় সাধারণ মানুষ ও ছাত্রদের মধ্যে বই ও শীতবস্ত্র প্রদান অনুষ্ঠানে সাংসদ মালা রায়।

■ হাওড়া জেলা (সদর) কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলন করেন মন্ত্রী অরূপ রায়। উপস্থিত কল্যাণ ঘোষ, লগনদেও সিং।

■ তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করছেন উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক মন্ত্রী পুলক রায়।

■ পতাকা উত্তোলন করছেন বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার ব্লক সভাপতি। আছেন বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস সরদার।

■ দমদমে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এনএসসিবিআই কন্ট্রাক্টরস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের উদ্যোগে দলের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন। উপস্থিত সৌগত রায় ও ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।

■ তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনে কাশীপুরে শীতবস্ত্র তুলে দিচ্ছেন রাজ্যসভার সাংসদ ডাঃ শান্তনু সেন।

■ হাওড়ার শিবপুর বিধানসভা এলাকায় ২৬ ফুটের কেক কেটে তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করলেন মন্ত্রী মনোজ তেওয়ারি ও সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। ছিলেন কৈলাস মিশ্র, মহেন্দ্র শর্মা প্রমুখ।

সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের
প্রতিষ্ঠা দিবস

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তারকেশ্বরে কেক কেটে প্রতিষ্ঠা দিবস পালন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের

তৃণমূল কংগ্রেসের জন্মদিনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের বিশেষ কিছু মুহূর্ত

■ খড়দার বিলকান্দায় শোভাযাত্রায় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এবং সাংসদ সৌগত রায়।

■ হাবড়ায় প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে মন্ত্রী রথীন ঘোষ।

■ কাঁথিতে গদ্দার অধিকারীর পাড়ায় রাত বারোটায় দলীয় পতাকা তুলে ও কেক কেটে প্রতিষ্ঠা দিবস পালন মন্ত্রী অখিল গিরির।

■ নববর্ষে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে রোগীদের ফল ও মিষ্টি দিয়ে শুভকামনা জানালেন জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সৌমেন বেলথরিয়া। পরে হাসপাতাল চত্বর সাফাইয়েও যোগ দেন তিনি

■ হুগলির কানাইপুরে মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী এবং জেলা সভাপতি অরিন্দম গুঁই।

■ ২০৬ নম্বর বাস স্ট্যান্ডে বিধাননগর পুরসভার মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী।

■ সবং ব্লকে দলীয় অফিসে পতাকা উত্তোলনের পর কর্মিসম্মেলন। ছিলেন মন্ত্রী ডাঃ মানসরঞ্জন ভুঁইয়া, প্রাক্তন বিধায়ক গীতা ভুঁইয়া, সবং ব্লক তৃণমূল সভাপতি শেখ আবু কালাম বক্স প্রমুখ।

■ কুলপি মোড়ে প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দলের ১৫ জন পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন।

■ রামপুরহাট শহর তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলন করলেন বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়।

■ তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে বিধাননগরে কম্বল বিতরণ করছেন মন্ত্রী সুজিত বোস।

■ পানাগড় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগীদের হাতে ফল-মিষ্টি তুলে দিচ্ছেন দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক তথা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। ছিলেন ভবানী ভট্টাচার্য, জয়ব্রত বৈদ্য, সুমনা সাহা, উজ্জ্বল মল্লিক, পিরু আলম খান প্রমুখ।

■ গদ্দার অধিকারীদের কাঁথি ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে দলীয় পতাকা তুললেন জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি সুপ্রকাশ গিরি। রয়েছেন ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তনুশ্রী চক্রবর্তী।

প্রতিষ্ঠা দিবসে ফালাকাটা এক নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূলের তরফে চক্ষু পরীক্ষা শিবির

উত্তরের জেলাগুলিতে নানা কর্মসূচিতে পালিত তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবস

■ ইসলামপুরে মন্ত্রী গোলাম রব্বানি, জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি কৌশিক গুন প্রমুখ।

■ হেমতাবাদে পতাকা উত্তোলনে মন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মন, দীপঙ্কর বর্মন প্রমুখ।

■ শিলিগুড়ির আঠারোখাই অঞ্চলে শীতবস্ত্র প্রদানে পাপিয়া ঘোষ।

■ দুঃস্থদের হাতে কম্বল তুলে দিচ্ছেন শিলিগুড়ির ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার।

■ কালচিনিতে জেলা চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল, ব্লক সভাপতি বীরেন্দ্র ওঁরাও ও তুষার চক্রবর্তী প্রমুখ।

■ উত্তর দিনাজপুর জেলার দলীয় কার্যালয়ে কানাইয়ালাল আগরওয়াল, সন্দীপ বিশ্বাস, চৈতালি ঘোষ সাহা প্রমুখ।

■ শিলিগুড়ির কার্যালয়ে মেয়র গৌতম দেব ও অন্যান্য নেতৃত্ব।

■ ইটাহারে বিধায়ক তথা রাজ্য সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি মোশারফ হোসেন, ব্লক যুব সভাপতি মুজাফফর হোসেন প্রমুখ।

■ কোচবিহারে পতাকা উত্তোলন করে প্রতিষ্ঠা দিবস পালনে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ।

■ রাজগঞ্জে বিধায়ক খগেশ্বর রায় দুঃস্থদের হাতে তুলে দেন শীতবস্ত্র।

■ হরিশ্চন্দ্রপুরের সভায় মহিলাদের রেকর্ড উপস্থিতি।

■ কুমারগ্রামে উপস্থিত সভাপতি ধীরেশচন্দ্র রায়, মিহির নার্জিনারি প্রমুখ।

■ জেলার দলীয় কার্যলয়ে অভিজিৎ দে ভৌমিক।

রাজ্য

2 January, 2024 • Tuesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

২০২৪-এর প্রথম সন্ধ্যায় পার্ক স্ট্রিটে জনজোয়ার

বিনিয়োগে আগ্রহ বাড়াতে জেলায় জেলায় শুরু লিফলেট বিলি

স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে জোর রাজ্যের

প্রতিবেদন : স্বল্প সঞ্চয়ে নতুন সুদের হার সোমবার থেকে কার্যকর হচ্ছে। তার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার ডাকঘরের সঞ্চয় প্রকল্পগুলির প্রচারে নেমেছে। সাধারণ মানুষ যাতে সেই প্রকল্পগুলিতে বিনিয়োগ করে সেজন্য জেলায় জেলায় লিফলেট বিলি করে প্রচার চালানো হচ্ছে। রাজ্যের মানুষ যাতে চিটফান্ডের মতো কোনও প্রতারণার ফাঁদে না পড়েন এবং নিরাপদ জায়গায় টাকা রাখতে পারেন, তার জন্য মানুষকে সচেতন করার এই উদ্যোগ বলে অর্থ দফতরের তরফে জানানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার আগামী তিন মাসের জন্য দু'টি প্রকল্পে সুদের হার বাড়িয়েছে। তিন বছরের মেয়াদি আমানতে ০.১ শতাংশ সুদ বাড়ানো হয়েছে। সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনায় বেড়েছে ০.২ শতাংশ

সুদ। বিগত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে ধাপে ধাপে নানা সঞ্চয় প্রকল্পে সুদের হার বাড়িয়েছে কেন্দ্র। সেগুলি তুলে ধরেই প্রচারপর্ব শুরু করেছে রাজ্য অর্থ দফতর। ডাকঘরের সঞ্চয় প্রকল্পগুলি থেকে যে রাজ্যে যত টাকা আদায় হতো, এক সময় তার উপর নির্ভর করেই ঋণ পেত রাজ্যগুলি। তাই ওই সঞ্চয় প্রকল্পগুলি বিক্রির ব্যাপারে আগ্রহী ছিল বিভিন্ন রাজ্য সরকার। ওই প্রকল্পগুলির বেশিরভাগই ছিল এজেন্ট নির্ভর। এজেন্টরাই আমানতকারীদের কাছে পৌঁছতেন এবং প্রকল্প বিক্রি করতেন। এখন এজেন্সি প্রথা চালু থাকলেও ধাপে ধাপে তাঁদের কমিশন অনেকটাই কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। বেশ কয়েকটি প্রকল্পে কমিশন দেওয়া বন্ধই করে দেওয়া হয়েছে। এদিকে, প্রকল্পগুলি কেন্দ্রের হলেও এজেন্ট নিয়োগের অধিকার রয়েছে একমাত্র রাজ্য সরকারের। এখনও সেই নিয়ম চালু আছে। রাজ্যগুলি এখন স্বল্প সঞ্চয় থেকে ঋণ না পেলেও প্রতিটি রাজ্যেই অর্থদফতর এজেন্ট নিয়োগ করে। বাংলায় 'স্বল্প সঞ্চয় অধিকার' বিভাগ সেই দায়িত্ব নেয়। প্রতিটি জেলায় তাদের অফিসও আছে।

রিষড়ার জুট মিলে আগুন

তৎপরতার সঙ্গে নেভাল দমকল

সংবাদদাতা, হুগলি: নতুন বছরের প্রথম দিনেই ভয়াবহ আগুন রিষড়ার জুট মিলে। সোমবার ওয়েলিংটন জুট মিলের হ্যান্ডেট বিভাগে আগুন লাগে। খবর পেয়ে শ্রীরামপুর

এবং রিষড়া দমকলকেন্দ্র থেকে আরও চারটি-সহ মোট ১২টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। দমকলকর্মীদের চেষ্টার পর সন্ধ্যার দিকে নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন। প্রত্যক্ষদর্শী শ্রমিকদের বক্তব্য, এদিন বিকেলে কারখানায় পুরোদমে কাজ চলাকালীন হঠাৎই একটি মেশিনে আগুন লেগে যায়। দ্রুত সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে গোটা বিভাগে। ধোঁয়ায় ছেয়ে যায় এলাকা, আগুনের লেলিহান শিখা দ্রুত গ্রাস করে কারখানার একটি অংশ। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে দমকলকর্মীদের পাশে দাঁড়ান কারখানার কর্মী ও এলাকাবাসী। দমকলের ইঞ্জিনে জল না থাকায় প্রথমদিকে কিছু সমস্যা হলেও দমকলকর্মীদের আপ্রাণ চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুন লেগে কারখানার সমস্ত কাঁচামাল ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। ফলে বছরের শুরুতেই মাথায় হাত পড়েছে রাজ্যের প্রাচীনতম এই ওয়েলিংটন জুট মিল কর্মীদের।

বছরের শুরুতেই বৃষ্টির পূর্বাভাস

প্রতিবেদন : তাপমাত্রা উপরের দিকে থাকলেও বছরের প্রথম দিনে খুব একটা নিরাশ করেনি ঠান্ডা। বিগত ন'দিনের তুলনায় সোমবার আবহাওয়া ছিল বেশ খানিকটা নিম্নমুখী। এদিকে নতুন বছরের শুরুতেই বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়ে দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। সপ্তাহ শেষে পশ্চিমের জেলাগুলিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বাংলাদেশ এবং বঙ্গোপসাগরের বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। এ ছাড়া, পূর্ব দিক থেকে বাতাস ঢুকছে রাজ্যে। সেই কারণেই বাতাসে জলীয় বাষ্পের উৎপত্তি এবং বৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে। বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বৃষ্টি হতে পারে পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং পশ্চিম বর্ধমানে। তবে কলকাতায় আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। আগামী কয়েক দিনে শহরে তাপমাত্রার খুব একটা হেরফের হবে না। তবে শুধু দক্ষিণবঙ্গের পাঁচ জেলাই নয়, বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং এবং কালিম্পঙেও। তবে পর্যটকদের জন্য খুশির বার্তা শুনিয়েছে হাওয়া অফিস। সোমবার থেকে আগামী পাঁচ দিন দার্জিলিঙে তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে তারা। সকালের দিকে ঘন কুয়াশা, তারপর আংশিক মেঘলা আকাশ। রাতের দিকে তাপমাত্রা বাড়বে। ফলে শীতের দেখা নেই। আগামী কয়েকদিন একই রকম থাকবে আবহাওয়া। এদিকে কুয়াশার চোখ রাঙানি রাজধানী দিল্লিতেও। বছরের প্রথম দিনেই লাল সতর্কতা রাজধানীতে। ঘন কুয়াশা এবং অত্যধিক ঠান্ডার কারণে এই সতর্কতা জারি।

শ্রীরামপুরবাসীকে নববর্ষের উপহার

সংবাদদাতা, হুগলি: নতুন বছরে নব কলেবরে আত্মপ্রকাশ করল শ্রীরামপুর থানার অন্তর্গত মাহেশ পুলিশ ফাঁড়ি। সোমবার এই পুলিশ ফাঁড়ির উদ্বোধন করেন চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের

সিপি অমিত পি জাওয়ালগি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শ্রীরামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক দিব্যেন্দু দাস, চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি ডাক্তার অরবিন্দ কুমার আনন্দ, এসিপি ২ শুভঙ্কর বিশ্বাস, শ্রীরামপুরের বিধায়ক ডাক্তার সুদীপ্ত রায়, শ্রীরামপুর পুরপ্রধান গিরিধারী সাহা রিষড়ার পুরপ্রধান বিজয় সাগর মিশ্র, মাহেশ জগন্নাথ মন্দিরের প্রধান সেবাইত সৌমেন অধিকারী। শ্রীরামপুর ও রিষড়া পৌরসভার মাঝামাঝি এই মাহেশ অঞ্চলে নতুন করে পুলিশ ফাঁড়ি তৈরি হওয়ায় উপকৃত হবেন শ্রীরামপুর ও রিষড়া পৌরসভার বাসিন্দারা।

বেপরোয়া গতির জেরে বাড়ির পাঁচিল ভেঙে ঢুকে গেল গাড়ি

সংবাদদাতা, হুগলি: বর্ষবরণে বেপরোয়া গাড়ির দৌরাত্ম্য। উত্তরপাড়ার জিটি রোডে বাড়ি ভেঙে ঢুকে গেল একটি চারচাকা। কারোর প্রাণহানি না হলেও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ভালই। পুলিশ সূত্রে খবর, রবিবার রাত তিনটে নাগাদ কোন্নগর থেকে কলকাতার দিকে আসছিল গাড়িটি। সেই সময় নিয়ন্ত্রণ

হারিয়ে একটি গাছে ধাক্কা মেরে সোজা সামনের বাড়ির পাঁচিল ভেঙে ঢুকে যায়। স্থানীয়রা জানান, রাত তিনটে নাগাদ হঠাৎই আচমকা বিকট শব্দ হয়। তাঁরা বেরিয়ে দেখেন গাড়িটি বাড়ির পাঁচিল ভেঙে ঢুকে গিয়েছে। গাড়ির মধ্যে থাকা যুবক চিৎকার করতে থাকে। কাঁচ ভেঙে চালককে উদ্ধার করা হয়। গাড়ির ভেতর থেকে গাঁজার গন্ধ বেরোচ্ছিল। যাত্রীরা সকলেই পলাতক। তবে গাড়িটিকে থানায় নিয়ে গিয়েছে পুলিশ। গোটা ঘটনায় আতঙ্কে এলাকাবাসী। যাত্রীদের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ।

পড়ুয়াদের মধ্যে টেস্ট পেপার বিতরণ

প্রতিবেদন : রবিবার পূর্ব মেদিনীপুরের ময়না থানার দোনাচক ডিবিএম হাইস্কুল প্রাঙ্গণে ২০২৪ সালের কিছু দুস্থ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের হাতে বিনামূল্যে টেস্ট পেপার তুলে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়েও অভিজ্ঞ শিক্ষকরা পরামর্শ দেন। জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষার জন্য পড়ুয়ারা নিজেদের কীভাবে তৈরি করবেন সে তা বুঝিয়ে দেন শিক্ষকরা। দোনাচক স্বামী বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সদস্য নীলিমা ভৌমিক, শুভদীপ ভৌমিক-সহ অন্যান্যরা।

নববর্ষে বাইক দুর্ঘটনার বলি ১

সংবাদদাতা, হুগলি: নববর্ষে বাইক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল এক বাইক আরোহীর। গুরুতর জখম আরও দুই। রবিবার ভোররাতে বাইকে চড়ে চন্দননগর থেকে চুঁচুড়ার দিকে আসছিলেন ওই তিন যুবক। তখনই চড়কতলা মোড়ের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ইলেকট্রিক ট্রান্সফরমারে ধাক্কা

মারে। সাহেব দাস নামে এক যুবক ঘটনাস্থলেই মারা যান। বাকি দুজনকে নিয়ে যাওয়া হয় চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে। এদের মধ্যে একজনের অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

শুভেচ্ছা জানালেন নেত্রী

(প্রথম পাতার পর)

তিনি লিখেছেন, প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। রাজ্য তথা দেশবাসীর উন্নয়নের স্বার্থে মা-মাটি-মানুষ সর্বদা নিয়োজিত। তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সকল কর্মীর আত্মত্যাগ এবং নিরলস প্রচেষ্টাকে আমার কুরনিশ। তাঁরাই আমাদের দলের মেরুদণ্ড। নতুন বছরে নব-উদ্যমে আগামীর লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হোন। সকল ক্লেদ, বিবাদ, গ্লানি মুছে যাক সুখের পরশে। প্রতি বছরই দলের প্রতিষ্ঠা দিবসের দিনটিকে যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে পালন করে থাকে তৃণমূল, এদিনও রাজ্যের প্রতিটি জেলায়, প্রতিটি ব্লকে, প্রতিটি শহরে, প্রতিটি গ্রামে একাধিক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিনটি উদযাপন করা হয়। এদিন থেকে গোটা জানুয়ারি মাসব্যাপী ঠাসা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে তৃণমূলের পক্ষ থেকে। ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন, ২৩ জানুয়ারি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিনে সুভাষ উৎসব পালন করবে জোড়াফুল শিবির।

বিজেপি হঠাওয়ের ডাক দিলেন নেতৃত্ব

(প্রথম পাতার পর)

এদিন সকালে তৃণমূল ভবনে দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি, দোলা সেন, দেবাশিস কুমার, মণীশ গুপ্ত, ডাঃ শান্তনু সেন, জয়প্রকাশ মজুমদার, অলোক দাস, তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

১৯৯৮ সালে এই দিনটিতে তৎকালীন রাজ্যের বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বর্তমান শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের। অনেক ঝড়-ঝাপটা, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে দেশের অন্যতম প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল তৃণমূল। জোড়াফুলের ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে হতে চলেছে দেশের সরকার গঠনের আরও একটি নির্বাচন। ফলে সব দিক থেকে দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নতুন বছরে নতুন সংকল্প নিয়ে প্রতিষ্ঠা দিবস থেকে তৃণমূল নেতৃত্বের বার্তা— বিজেপির হাতে দেশ নিরাপদ নয়।

সুব্রত বক্সি বক্তব্য রাখতে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস তৈরির রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও সিপিএমের বিরুদ্ধে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক লড়াই-আন্দোলনের কথা তুলে ধরেন। একইসঙ্গে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ লড়াইয়ে নামার আহ্বান জানান।

■ ত্রয়োদশ বর্ষের বড়গাছিয়া বইমেলায় বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও আইপিএস সুখেন্দু হীরা, ডোমজুড়ের বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ, জগৎবল্লভপুরের বিধায়ক সীতানাথ ঘোষ, ডাঃ শ্রীকুমারজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

2 January, 2024 • Tuesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
২ জানুয়ারি ২০২৪
মঙ্গলবার

পটাশপুর সিংদামোড়ে তৃণমূল পার্টি অফিসে পতাকা তুলছেন কাঁথি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি পীযূষকান্তি পন্ডা

প্রতিষ্ঠা দিবসেই পার্টি অফিস আগুন দিয়ে পোড়াল বিজেপি

সংবাদদাতা, হলদিয়া : ইংরেজি নববর্ষের শুরুর দিনেই পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিসে আগুন। অভিযোগের তীর বিজেপির দিকেই। প্রতিষ্ঠা দিবসের দিনেই পার্টি অফিস পুড়ে ছাই হওয়ায় ব্যাপক ক্ষুব্ধ তৃণমূল কর্মী-সমর্থকেরা। হলদিয়া পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের ২১০ নম্বর বুথে এই পার্টি অফিসটি ছিল। ভবানীপুর থানা এলাকার রঘুনাথচকে তৃণমূলের এই দলীয় কার্যালয়ে ভোর রাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় পার্টি অফিসে থাকা কাগজপত্র ও আসবাবপত্র। প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এই পার্টি অফিসে কর্মসূচি ছিল। ফলে আগের দিন রাত বারোটার পর পার্টি অফিস

হলদিয়া

থেকে তৃণমূলকর্মীরা বাড়ি যান। সকালে লোকজন খবর পান পার্টি অফিস পুড়ে ছাই। খবর পেয়ে সকালেই তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা হাজির হন। হলদিয়ার ভবানীপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। হলদিয়া শহর যুব তৃণমূল সম্পাদক সুশান্ত মালি বলেন, ১৫ ডিসেম্বর হলদিয়ায় গদ্দার অধিকারী এসেছিল। বহিরাগতদের নিয়ে সভাও করেছিল। সেই সভায় বেশ কিছু উস্কানিমুলক গরম গরম কথা বলে গদ্দার। তার ফলেই এমন কাণ্ড ঘটতে পারে বলে আমাদের অনুমান। আমরা পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি।

বর্ষবিদায়ের রাতে দুর্ঘটনা মৃত ১ পুলিশকর্মী, আহত ৪

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : বিদায়ী বছরের শেষ রাতে একটি বোলেরো গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল পুরুলিয়ার এক পুলিশকর্মীর। নাম বাবলু গড়াই (৩৪)। তিনি কনস্টেবল ছিলেন। বাড়ি বাঁকুড়া জেলার সারেঙ্গা থানার আমজোড়া গ্রামে। ওই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন পুরুলিয়ার ডিএসপি (ট্রাফিক) মিহির দে-সহ চার পুলিশকর্মী। তাঁরা পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দুর্ঘটনার পর ঘাতক গাড়ির চালককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। নাম কাশীনাথ মণ্ডল। তিনি আবগারি বিভাগের একটি গাড়ির চালক। গাড়িটিতে আবগারি বিভাগের বোর্ডও লাগানো আছে। নববর্ষের দিন ধৃতকে পুরুলিয়া জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক তিনদিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। রবিবার গভীর রাতে ডিএসপির নেতৃত্বে পুরুলিয়া জেলা পুলিশের দুজন সাব ইন্সপেক্টর ও দুজন কনস্টেবল শহরের রাঘবপুর মোড়ে যানচলাচল নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। হঠাৎ ঘাতক গাড়িটি সরাসরি তাঁদের ধাক্কা মারে। সেসময় দলের পতাকা উত্তোলন করে ফিরছিলেন সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাতো। তিনি ঘটনাস্থলে নেমে আহতদের উদ্ধারে সহায়তা করেন। খবর পেয়ে ছুটে আসেন জেলা তৃণমূল সভাপতি সৌমেন বেলথরিয়া ও দলীয় কর্মীরা। আসেন পুলিশের পদস্থ কর্তারাও। আহতদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। গুরুতর আহত বাবলু গড়াইকে দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর।

আহত ডিএসপি মিহির দে।

ডেবরায় ব্লক তৃণমূলের কার্যালয়ের ভিত্তিস্থাপন

সংবাদদাতা, ডেবরা : পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা ব্লকে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও কার্যালয় ছিল না। কদিন আগেই মন্ত্রী ডাঃ মানসরঞ্জন ভুঁইয়া ডেবরা অডিটোরিয়ামে এক কর্মিসম্মেলনে ব্লক সভাপতি প্রদীপ করকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ডেবরার হাইওয়ের ধারে একটি ব্লক কার্যালয় করার জন্য। সেই মতো আজ দলের প্রতিষ্ঠা দিবসের দিন নেতৃত্বকে সঙ্গে নিয়ে ডেবরার দ্বারিকাপুরে ভিত্তিপ্রস্তরের কাজ হল আজ। ছিলেন ডেবরা বিধানসভার বিধায়ক ডঃ হুমায়ুন কবির, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ সেলিমা খাতুন বিবি প্রমুখ। হাইওয়ের ধারে অফিস করলে কলকাতা যাওয়া-আসার পথে নেতৃত্বও এই অফিসে বসতে পারবেন।

মেদিনীপুর শিশু হাসপাতাল নবরূপে, হচ্ছে প্রসূতি বিভাগ

সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর : হাসপাতালগুলিকে আধুনিক করে, উন্নত মানের পরিষেবা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই অনুযায়ী রাজ্যের প্রতিটি হাসপাতালই নতুন করে সেজে উঠছে। মেদিনীপুর শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত ধর্মা সংলগ্ন ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের একেবারে পাশেই মেদিনীপুর শিশু হাসপাতাল। দীর্ঘদিন হাসপাতাল গড়ে উঠলেও তেমনভাবে পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছিল না। তবে নতুন বছর থেকেই নবরূপে সেজে উঠেছে শিশু হাসপাতালটি। শিশুদের পাশাপাশি মাতৃবিভাগও নতুন করে খোলা হয়েছে। আধুনিক ও উন্নত পরিষেবা-সহ এই শিশু ও মাতৃবিভাগ চালু হওয়াতে অনেকটাই জেলা লাগোয়া গ্রাম থেকে আসা মানুষজনদের উপকারে লাগবে বলেই মনে করছে স্বাস্থ্য বিভাগ। নতুন করে গড়ে ওঠার পর শিশু হাসপাতাল পরিদর্শনে যান মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতো। সমস্ত বিষয়ে খতিয়ে দেখে মন্ত্রী হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ভূয়সী প্রশংসা করেন। পাশাপাশি একটি বিশেষ অ্যাম্বুল্যান্স ব্যবস্থা করে দেওয়ারও আশ্বাস দেন তিনি।

কল্যাণেশ্বরী মন্দিরে ভক্তের ভিড়

সংবাদদাতা, আসানসোল : ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিনে নিজের ও সকলের মঙ্গল কামনায় আসানসোলের কল্যাণেশ্বরী মন্দিরে সকাল থেকে ভক্তদের ভিড়। আসানসোলের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসেন ভক্তেরা। মাইথন পর্যটনস্থলে একদিকে যেমন পর্যটকদের ভিড়, তেমনই মাইথন সংলগ্ন কল্যাণেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিতেও আসছেন ভক্তেরা।

নববর্ষে তারাপীঠে উপচে পড়া ভিড়

সংবাদদাতা, তারাপীঠ : নববর্ষে তারাপীঠে উপচেপড়া ভিড়। লজে তিলধারণের জায়গা নেই। নতুন বছরের প্রথম দিন থেকেই চালু হয়েছে গর্ভগৃহে ছবি তোলা এবং মায়ের সঙ্গে সেলফি তোলায় নিষেধাজ্ঞা। কোনও সহকারী পূজারী ও দর্শনার্থীদের স্মার্টফোন নিয়ে মন্দিরচত্বরে প্রবেশও নিষিদ্ধ। নির্দেশ অমান্য করলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বছর শুরুর দিনেই দিঘায় মানুষের ভিড়ে রেকর্ড

শান্তনু বেরা ● দিঘা

ইংরেজি নববর্ষ, তায় টানা ছুটি। সব মিলিয়ে নতুন বছরে ভিড়ে ঠাসা দিঘা। প্রশাসন সূত্রে খবর, গত দশ বছরে এমন জনসমাগম দেখেনি এই সৈকত শহর। দিঘা-শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদের প্রশাসক সৈকত হাজরা বলেন, এবার বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণে ব্যাপক জনসমাগম হয়েছে। দূষণ নিয়ন্ত্রণে বাড়তি নজর ছিল পর্ষদের। নির্দেশিকা ছিল, যত্রতত্র পিকনিক করা যাবে না এবং পিকনিকে প্লাস্টিক ও থার্মোকলের সামগ্রী ব্যবহার করা যাবে না। হেলিপ্যাড ময়দানের কাছে অস্থায়ী পিকনিক স্পট এবং পার্কিং প্লেস নির্দিষ্ট হয়েছে। ডিএসপি (ডিঅ্যান্ডটি) রথীন্দ্রনাথ বিশ্বাস বলেন, ভিড় সামাল দিতে প্রতিটি স্নানঘাটে অতিরিক্ত পুলিস রয়েছে। ওয়াচ টাওয়ার থেকে নজরদারি চলেছে। মেরিনড্রাইভে মোটরবাইক রেস

নিয়ন্ত্রণে বাড়তি সতর্কতা ছিল। দিঘা শঙ্করপুর হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক বিপ্রদাস চক্রবর্তী বলেন, এদিন প্রায় দেড় লক্ষ পর্যটক এসেছে। রবিবার রাতভরই পর্যটকদের গাড়ি ঢুকতে থাকে। ওড়িশা সীমান্তে দিনভর নাকা তল্লাশি চালায় পুলিশ। সমুদ্রে ছিল অতিরিক্ত নুলিয়া। ওল্ড দিঘা থেকে উদয়পুর— প্রতিটি ঘাটেই নজরদারি চালান সিভিক ভলান্টিয়াররা। স্পিডবোটে টহল দেয় কোস্টাল পুলিশ। শহরে ছিল মহিলা পুলিশের ‘ উইনার্স’ দল। পর্যটকদের সাহায্যে রয়েছে পুলিশের হেল্প ক্যাম্প। শীতে শান্ত থাকে সমুদ্র। তাই সকাল থেকেই ধুম পড়ে স্নানের। ওল্ড দিঘার অ্যাকোয়ারিয়াম, নিউ দিঘার জুরাসিক পার্ক, সায়েন্স সিটি ও অমরাবতী পার্ক, ঢেউ সাগর পার্ক, জাহাজবাড়িতে সেভেন ডি শো দেখতে ভিড় করেন পর্যটক। হোটেল-লজগুলি আলোকমালায় সাজানো হয়েছে।

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

2 January, 2024 • Tuesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

ভাঙছে বিরোধী শিবির, তৃণমূলে যোগদান

সংবাদদাতা, মালদহ : লোকসভা নির্বাচনের আগে তাসের ঘরের মতো ভাঙছে বিরোধী শিবির। শক্ত হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের উন্নয়নের হাত। সোমবার তৃণমূল কংগ্রেসের ২৭তম প্রতিষ্ঠা দিবসের মঞ্চে সেই ছবি আরও স্পষ্ট হল। একই দিনে মালদহ জেলার দুই এলাকায় সিপিএম, কংগ্রেস এবং নির্দল ছেড়ে প্রায় শতাধিক কর্মী যোগদান করলেন তৃণমূল কংগ্রেসে। তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা হাতে তুলে নিয়ে তাঁরা প্রত্যেকেই দল ছাড়ার কারণ হিসাবে বললেন সমন্বয়ের অভাব। শুধু তাই নয়, দীর্ঘদিন উন্নয়নের কোনও পরিকল্পনা নেই বলে দল ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা বলেও ক্ষোভ উগরে দিলেন। এদিন কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের চণ্ডীপুরা বুথের সিপিআইএম-এর পঞ্চায়েত সদস্য রতন দাস ও রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের কতল ৪৯ নং বুথের নির্দল পঞ্চায়েত সদস্য আবুহাসান সিদ্দিকি ওরফে আজনবি-সহ মোট ছয় শতাধিক কর্মী-সমর্থক আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন। ছিলেন মালদহ জেলা পরিষদের সদস্য মার্জিনা খাতুন, জেলা পরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ রবিউল ইসলাম, লাভলি খাতুন প্রমুখ। পাশাপাশি এদিন মালতীপুরে কংগ্রেস কর্মী সমর্থকেরা মালদহ জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি আবদুর রহিম বক্সীর হাত ধরে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা হাতে তুলে নিয়ে যোগদানকারীরা শপথ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখানো পথে তাঁরা উন্নয়নের কাজ করবেন।

কুশিদায় যোগদানকারীদের হাতে পতাকা তুলে দিচ্ছেন মন্ত্রী তাজমুল হোসেন। ডানদিকে, মালতীপুরের যোগদান মঞ্চে আবদুর রহিম বক্সী।

দলীয় কার্যালয়ের উদ্বোধনে মন্ত্রী

সংবাদদাতা, বালুরঘাট : গঙ্গারামপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা কার্যালয় উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী বিপ্লব। ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্তামণি বিহা, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল। এদিন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাণপুরুষ বিপ্লব মিত্র-র ডাকে সাড়া দিয়ে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের হাজার হাজার তৃণমূল কর্মী সমর্থকেরা উপস্থিত হন জেলা কার্যালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। বাদ ছিলেন না তৃণমূল কংগ্রেসের প্রবীণ কর্মীরাও। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান চলাকালীন লাঠি নিয়ে হেঁটে আসা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রবীণ কর্মী বৃদ্ধা বুদীন মুর্মু মঞ্চে উঠে মন্ত্রীকে বলেন "বিপ্লব তুই ডেকেছিস আমি এসেছি"। বুদীন মুর্মু-কে সংবর্ধনা জানান বিপ্লব মিত্র নিজে। উদ্বোধনের দিনেই জনপ্লাবনে ভাসা দলীয় কার্যালয়ে উপস্থিত তৃণমূল কর্মীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে উঠে মন্ত্রী বলেন, এই জমায়েত বলছে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির হার নিশ্চিত। তৃণমূল কংগ্রেসের বিপুল উন্নয়নই ছিনিয়ে আনবে জয়। আর কেন্দ্রের বিজেপির মিথ্যাচারের জবাব দেবেন সাধারণ মানুষ।

উদ্বোধনে মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র।

জয়ী তৃণমূল

প্রতিবেদন : করণদিঘি ব্লকের অন্তর্গত কান্তিপাড় এন কে সিনিয়ার মাদ্রাসার পরিচালন সমিতির নির্বাচনে জয়ী তৃণমূল কংগ্রেস। ভোটের ফলাফল অনুসারে ৬টির মধ্যে ৬টি আসনেই জয়ী হয় তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার গভীর রাতে ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। যার জেরে সোমবার দুপুর ২টো নাগাদ তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা বিজয় মিছিল বের করেন। মাদ্রাসা থেকে রসাখোয়া পর্যন্ত বিজয় মিছিল করা হয়। ছিলেন করণদিঘি বিধানসভার বিধায়ক গৌতম পাল-সহ দলীয় নেতৃত্ব।

বাতিল একাধিক ট্রেন, দুর্ভোগে যাত্রীরা

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : আবারও দুর্ভোগে রায়গঞ্জ তথা উত্তর দিনাজপুর জেলার রেল যাত্রীরা। নতুন বছরের শুরুতেই বাতিল হল একাধিক ট্রেন। রবিবার রেল দপ্তর সূত্রে এমনই একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। যেই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, একাধিক ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ০৭৫৫১ তেলতা রাধিকাপুর ডেমু স্পেশাল এবং ০৭৫৫২ রাধিকাপুর তেলতা ডেমু স্পেশাল। এমনিতেই জেলার রায়গঞ্জ কালিয়াগঞ্জ রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। গুরুত্বপূর্ণ কাজে চাইলেও কেউ শিলিগুড়ি বা দক্ষিণবঙ্গে ট্রেনে সহজে যেতে পারবেন না। এক দিন আগে বাড়ি থেকে রওনা হতে হয় সকলকেই। তার উপর রেলের কাজের জন্য বন্ধ বর্ধমান স্পেজ। পড়াশোনার জন্য এই জেলার ছেলে-মেয়েদের ঘুরপথে বারংবার ট্রেন বদলে যেতে হচ্ছে গন্তব্যে। শুধু তাই নয়, বন্ধ আছে ঘটা করে উদ্বোধন হওয়া দিল্লিগামী লিঙ্ক ট্রেনটিও। এর উপর বাড়তি পাওনা তেলতা বন্ধের নোটিশ। এই দুটি ট্রেনের উপরে ভরসা করতে হয় উত্তর দিনাজপুর তথা জেলার প্রাণকেন্দ্র রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ-সহ একাধিক এলাকার মানুষকে।

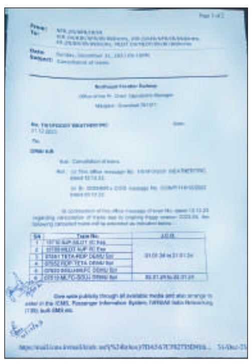

গুলিতে জখম

প্রতিবেদন : গুলিতে জখম হলেন এক ব্যক্তি। সোমবার জলপাইগুড়ির ঘটনা। জানা গিয়েছে, নিরাপত্তাকর্মীর বন্দুক থেকে অসাবধানে গুলি ছিটকে হাতে লাগে। জখম ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়।

পর্যটকের মৃত্যু

ডুয়ার্সে ঘুরতে এসে মৃত্যু হল এক পর্যটকের। নাম প্রদীপ সাহা (৪৮)। তিনি নদীয়ার বাসিন্দা। জানা যায়, নদীর জেলার বাসিন্দা প্রদীপ সাহা তাঁর স্ত্রী ও পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ডুয়ার্সে ঘুরতে এসেছিলেন। সাথে ছিলেন আরও বেশ কয়েকটি পরিবারের সদস্যরা। হঠাৎ বুকে ব্যথা অনুভব করেন প্রদীপবাবু। মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। হাসপাতাল নিয়ে হয়। চিকিৎসার পর ছেড়েও দেওয়া হয়। কিন্তু বাড়ি ফেরার পথে বাসে তাঁর মৃত্যু হয়।

মালবাজারে হাতি

তিন দশক বাদে আবারও মালবাজার শহরের বুকে চলে এলো হাতি। পরে সেনা জোয়ানরা ফেরত পাঠাল। বছরের প্রথম দিন ভোরের আলো ফুটতেই শহরে চলে আসলো দাঁতাল হাতি। সোমবার ভোর পৌনে ছটা থেকে সাড়ে ছটা অব্দি, মালবাজার শহরের রামকৃষ্ণ কলোনি, সত্যনারায়ণ মোড়, গুরুদুয়ারা, ক্যালটেক্স মোড় এলাকা দিয়ে হাতি ঘুরে গেল। জাতীয় সড়কে উঠে পড়ে দাঁতাল হাতিটি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন বনকর্মীরা।

লাইনচ্যুত টয়ট্রেন

বছরের প্রথম দিনেই দুর্ঘটনা। লাইনচ্যুত পর্যটকবোঝাই টয়ট্রেন। দার্জিলিং থেকে ঘুম যাওয়ার পথে দুর্ঘটনা। হতাহতের কোনও খবর নেই। তবে দুর্ঘটনার কারণে বন্ধ হয়ে যায় পরিষেবা। উল্লেখ্য, দার্জিলিংয়ে মোট ১২টি জয়রাইড চলে। সোমবার একটি জয়রাইডই লাইনচ্যুত হয়ে যায়। টয়ট্রেনটি ঘুম থেকে দার্জিলিংয়ের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় আচমকা দুটি বগি লাইনচ্যুত হয়। দুর্ঘটনাগ্রস্ত ওই টয়ট্রেনটি পর্যটকে ভরা ছিল। দুর্ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন পর্যটকেরা। উল্লেখ্য, এর আগেও জয় রাইড লাইনচ্যুত হয়ে ছিল। স্বাভাবিক ভাবেই রেলের উদাসীনতার প্রশ্ন উঠেছে।

দুর্ঘটনা রুখতে বর্ষবরণের দিনই পুলিশের বিশেষ উদ্যোগ

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : বছরের প্রথম দিন থেকেই পিকনিকের গাড়ি দুর্ঘটনা রুখতে অভিযান শুরু করেছে আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ। বিগত বছরগুলোর পরিসংখ্যান লক্ষ্য করলেই দেখা যাচ্ছে, বছরের শুরুর দিনগুলোতে পিকনিকের গাড়ি দুর্ঘটনার বিষয়টি। আর এই দুর্ঘটনা রুখতেই আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশের অন্তর্গত সবগুলো থানা রাস্তায় রাস্তায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। এই বিষয় নিয়ে জেলা পুলিশ সুপার কড়া অবস্থান নিয়েছেন। জেলা পুলিশের টিম বিভিন্ন পিকনিক স্পটে গিয়ে পিকনিক পার্টির গাড়ি চালকদের সতর্ক করেছে দিনভর। তারপর ফেরার সময় ব্রেথ আনলাইজার দিয়ে প্রতিটি পিকনিকের গাড়ির চালকদের পরীক্ষাও করা হয়েছে। পরীক্ষায় মদ্যপ ধরা পড়লে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ ছিল জেলা পুলিশের তরফে। পিকনিক সেরে সবাই যাতে সুরক্ষিত ভাবে বাড়ি ফিরতে পারে, সেই কারণেই পুলিশের ওই সতর্কতামূলক পদক্ষেপ। পুলিশের ওই নয়া উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন গাড়ি মালিক সংগঠন থেকে শুরু করে পিকনিকে অংশগ্রহণকারী আমজনতাও। জেলা পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী জানিয়েছেন, সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ নিয়ে এই পিকনিকের মরশুমে অতিরিক্ত সতর্কতা নেওয়া হয়েছে।

পিকনিক স্পটে গাড়ির চালক ও পর্যটকদের সতর্ক করছে পুলিশ।

স্বপ্ননগরী মুম্বইয়ে নববর্ষ উদযাপন

■ অসমের ডিমা-হাসাও জেলায় জেলা পরিষদের নির্বাচনী প্রচারে অসম তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক রিপুন বোরা।

■ অসমের মরিগাঁও জেলায় মহিলাদের অসম তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান কর্মসূচি। সোমবার।

বিজেপিকে নাৎসি বাহিনীর সঙ্গে তুলনা করে মোদিকে তোপ দলের

নতুন বছরে সরব ডেরেক-সুখেন্দুশেখর

প্রতিবেদন : নতুন বছরের প্রথম দিনে বিজেপি ও নরেন্দ্র মোদিকে তীব্র আক্রমণ শানালেন তৃণমূল কংগ্রেসের দুই সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন ও সুখেন্দুশেখর রায়। সংসদে কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপির কর্মকাণ্ডকে তীব্রভাষায় সমালোচনা করে ৯০ বছর আগেকার নাৎসি বাহিনীর সঙ্গে তুলনা করলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার মুখ্যসচেতক সুখেন্দুশেখর। অন্যদিকে, ইংরেজি বর্ণমালার প্রতিটি অক্ষর তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে তোপ দাগলেন রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক।

সংসদ হামলার ঘটনার পর থেকে নজিরবিহীনভাবে বিরোধীদের ১৪৬ জন সাংসদকে সাসপেন্ড করা হয়েছে এবার। সংসদে হামলার ঘটনা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করায় গণ-সাসপেনশনের মুখে পড়েছেন তৃণমূল-সহ একাধিক বিরোধী সাংসদ। সংসদে বিতর্কের বদলে স্বৈরতান্ত্রিক কায়দায় বিরোধীদের দমন করেছে মোদি সরকার। কার্যত বিরোধীশূন্য সংসদে কোনও আলোচনা ছাড়াই একের পর এক বিল পাশ করিয়েছে কেন্দ্র। এই ঘটনাকে হিটলারের নাৎসি বাহিনীর সঙ্গে তুলনা করে সুখেন্দুশেখর রায় বলেন, প্রায় ৯০ বছর আগে নাৎসি জার্মানিতে সংসদকে অচল ও নিষ্ক্রিয় করে দিয়ে যেভাবে বিল পাশ করানো হয়েছিল সেই ছবি আজ দেখা গিয়েছে ভারতের সংসদে। ১৪৬ জন সাংসদকে অন্যায়ভাবে সাসপেন্ড করে সংসদের দুই কক্ষে পাশ করানো হয়েছে একের পর এক বিল। এই বিলগুলির অধিকাংশই বিতর্কিত ও স্পর্শকাতর বলে দাবি রাজনৈতিক মহলের। এমনকী সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে তড়িঘড়ি নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ বিল পাশ করিয়েছে কেন্দ্র, যা গোটা নির্বাচনী ব্যবস্থার নিরপেক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দেবে।

সুখেন্দুর পাশাপাশি মোদি জমানার একের পর জনবিরোধী নীতি ও অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপের সমালোচনায় সরব হয়েছেন রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেকও। ইংরেজি বর্ণমালার প্রতিটি অক্ষর তুলে ধরে মোদি সরকারকে কটাক্ষ করেছেন ডেরেক ও'ব্রায়েন। সেখানে নতুন বছরে 'এ' থেকে 'জেড' পর্যন্ত প্রতিটি বর্ণমালার সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে ২০২৩ সালের ঘটনাবলি। যেমন, মোদি সরকারের কাজকর্মের তীব্র সমালোচনা করে 'ডি' অর্থে ডেরেক লেখেন ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড। 'এফ' অর্থে লেখেন, 'ফ্যাসিজম'। 'জে' অর্থে 'জুমলা'। এভাবেই ইংরেজি বর্ণমালা ধরে নতুন বছরে মোদি সরকারকে আক্রমণ শানান তৃণমূল সাংসদ।

রাহুলকে নিয়ে এত মাতামাতি কেন?

কংগ্রেস নেতার মন্তব্যে শোরগোল

প্রতিবেদন : রাহুল গান্ধী কে? তাঁকে নিয়ে এত মাতামাতি করারই বা কী আছে? এই মন্তব্য বিজেপি বা অন্য কোনও দলের নেতার নয়, কংগ্রেসের শীর্ষনেতা তথা প্রাক্তন সাংসদ লক্ষ্মণ সিংয়ের। পরিচয়ের দিক থেকে তিনি আবার মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রভাবশালী নেতা দিগ্বিজয় সিংয়ের ভাই। সদ্য শেষ হওয়া মধ্যপ্রদেশ নির্বাচনে লজ্জার হার হয়েছে কংগ্রেসের। এরপরই ভোপালে এক সাংবাদিক বৈঠকে লক্ষ্মণ সিংয়ের এমন মন্তব্যে শুরু হয়েছে শোরগোল।

নায় কংগ্রেসের কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন লক্ষ্মণ। সেখানেই সাংবাদিকরা জানতে চান, রাহুল গান্ধীকে সংসদে বলতে দেওয়া হচ্ছে না। অথচ কংগ্রেস এর বিরুদ্ধে কোনও আন্দোলন করছে না! জবাবে ওই কংগ্রেস নেতা বলেন, রাহুল গান্ধী কে, যে তাঁকে সংসদে বলতে দেওয়া হচ্ছে না বলে দল প্রতিবাদে আন্দোলনে নামবে! রাহুল গান্ধী শুধু একজন সাংসদ। দলের সভাপতিও নন। একজন কর্মীমাত্র। তাছাড়া আর কিছুই নন। এরপরই সাংবাদিকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, আপনাদের কিংবা আমাদের, কারওরই ওঁকে এতটা গুরুত্ব দেওয়া উচিত হয়। কংগ্রেসের বাকি সাংসদদের মতোই তিনিও আরেকজন। কেউ জন্ম পরিচয়েই বড় নেতা হয়ে যায় না। কাজের মধ্যে দিয়ে হয়। আর আমি রাহুল গান্ধীকে বড় নেতা বলে মানতে পারছি না। খুব সাধারণ একজন সাংসদ। আপনারা ওঁকে কতটা গুরুত্ব দেবেন, তাতে কিছু আসে যায় না। প্রাক্তন সাংসদ লক্ষ্মণ সিংয়ের এই বিস্ফোরক মন্তব্যে কংগ্রেসের অন্দরেই শুরু তুলকালাম।

রামের নাম জপতে হবে এগারোবার, নয়া ফতোয়া জারি

সংখ্যালঘু ধর্মকেন্দ্রেও নির্দেশ আরএসএসের

নবনীতা মণ্ডল, নয়াদিল্লি : রামের নাম করে নয়া ফতোয়া জারি। অযোধ্যাতে রামমন্দির প্রতিষ্ঠার দিন মুসলিম এবং অহিন্দু ধর্মস্থানগুলিতেও ১১ বার রাম নাম জপ করতে হবে। জানিয়েছে আরএসএস। ভারতীয়দের সাধারণ জাতিসত্তার কথা উল্লেখ করে ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রাম মন্দির অভিষেকের অনুষ্ঠানে 'জয় শ্রী রাম' স্লোগান দেওয়ার জন্য সমস্ত মুসলিম এবং অন্যান্য অহিন্দুদের প্রতি আরএসএসের নিদান, ভারতীয়দের সাধারণ জাতিসত্তার যোগসূত্র স্থাপনের জন্য সবাইকে জয় শ্রীরাম স্লোগান দিতে হবে। আরএসএসের জাতীয় কার্যনির্বাহী সদস্য ইন্দ্রেশ কুমার রবিবার বলেন, ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রাম মন্দিরের অভিষেক অনুষ্ঠান উপলক্ষে মসজিদ, দরগা এবং মাদ্রাসায় জয় শ্রীরাম স্লোগান দেওয়ার জন্য মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে আবেদন করছি। আরএসএস নেতার যুক্তি, ভারতের প্রায় ৯৯ শতাংশ মুসলমান এবং অন্যান্য অহিন্দুদের ভারতের সম্পর্ক বহু পুরোনো। ভবিষ্যতেও এই সম্পর্ক বজায় থাকবে। কারণ আমাদের পূর্বপুরুষ একই। তাঁরা তাদের ধর্ম পরিবর্তন করেছে, দেশ নয়। সুতরাং রামমন্দির প্রতিষ্ঠার দিন তাঁদেরও নিজেদের ধর্মীয়স্থানে রাম নাম জপ করা উচিত।

এই প্রসঙ্গে ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ফারুক আবদুল্লাহকেও কটাক্ষ করেছেন ইন্দ্রেশ কুমার। বলেছেন, ভগবান রাম কেবল হিন্দুদের নয়, রাম সকলের, বিশ্বের সমস্ত মানুষের। ইন্দ্রেশ কুমার আরও বলেছেন, আমি গুরুদ্বার, গির্জা এবং সমস্ত ধর্মীয় স্থানের কাছে আবেদন করছি, ২২ জানুয়ারি দুপুর ১১ টা থেকে-২ টোর মধ্যে নিজেদের উপাসনালয় এবং প্রার্থনা কক্ষগুলিকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে শ্রী রাম জন্মভূমি মন্দিরের প্রাণপ্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান পরিচালনা করুন।

ঝাড়খণ্ডে গাড়ি উল্টে মৃত ৬

প্রতিবেদন : বাড়ির লোকের কথা না শুনেই ঠাসাঠাসি করে এক গাড়িতে যাতায়াতের পথে দুর্ঘটনা। নতুন বছরের শুরুতে একসঙ্গে মৃত্যু পরিবারের ছয়জনের। মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুরে। রাস্তার পাশের বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা খেয়ে খেলনা গাড়ির মতো দুমড়ে যায় দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৫ জনের। পরে মারা যান আরও একজন। মৃতরা সকলেই সরাইকেলা-খারসোয়ান জেলার আদিত্যপুরের বাসিন্দা। বর্ষশেষের রাতে এক লিট্টি পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ির যাত্রীরা। সেখান থেকে সোমবার ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ তাঁরা জামশেদপুরের উদ্দেশে রওনা দেন। যে গাড়িতে তাঁরা যাতায়াত করছিলেন সেটি ফাইভ সিটার। তাতে সওয়ার হন ৮ জন। জীবিত দুজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

দিল্লি-সহ উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অংশে জারি লাল সতর্কতা

প্রতিবেদন : ঘন কুয়াশা, দূষণ এবং অত্যধিক ঠান্ডার জের। আর সেকারণেই রাজধানী দিল্লি-সহ উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অংশে বছরের প্রথম দিনেই লাল সতর্কতা জারি করল মৌসম ভবন। পাশাপাশি লাল সতর্কতা জারি রয়েছে পাঞ্জাব, হরিয়ানাতেও।

মৌসম ভবন জানিয়েছে, আগামী কয়েকদিন পাঞ্জাবের অমৃতসর, ফতেগড় সাহিব, গুরদাসপুর, জালন্ধর, লুধিয়ানা, পাঠানকোট, পাতিয়ালা, রূপনগর প্রভৃতি জেলায় সকাল থেকে ঘন কুয়াশা থাকবে। যার ফলে দৃশ্যমানতা কমবে। এই সময় ট্রেন, বিমান এবং সড়কপথে যান চলাচল ব্যাহত হওয়ার প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবার রাজস্থান, বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে ঠান্ডায়

কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এই চার রাজ্যেও নতুন বছরের প্রথম দিন ঢেকেছে ঘন কুয়াশার চাদরে। কনকনে ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে বিস্তীর্ণ এলাকায়। গত কয়েকদিন ধরে কুয়াশার দাপট উত্তর ভারতে একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই কারণে একের পর এক বিমান বাতিল হচ্ছে। দৃশ্যমানতা কম থাকায় গত কয়েক দিনে দিল্লির অনেক বিমান বাতিল করতে হয়েছে। পাশাপাশি অনেক বিমান দিল্লির বদলে অন্য গন্তব্যে নামাতে বাধ্য হয়েছেন চালকেরা। ফলে বিমান পরিষেবায় সাধারণ মানুষের ভোগান্তি চলছেই। একইসঙ্গে ট্রেন চলাচলেও ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে কুয়াশা। বহু ট্রেন কুয়াশার কারণে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে দেরিতে চলছে। প্রবল সমস্যায় পড়তে হচ্ছে যাত্রীদের।

দেশ বিদেশ
2 January, 2024 • Tuesday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পাঞ্জাবের গায়ক তথা কংগ্রেস নেতা সিধু মুসেওয়ালা খুনে অভিযুক্ত সতীন্দর সিংহ ব্রার ওরফে গোল্ডি ব্রারকে 'সন্ত্রাসবাদী' ঘোষণা করল কেন্দ্রীয় সরকার। বেআইনি কার্যকলাপ দমন আইন অনুযায়ী কানাডার ব্রাম্পটনে আশ্রয় নেওয়া গ্যাংস্টারের বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ করা হল

৭.৬ মাত্রার তীব্র ভূকম্পন, সমুদ্রে ঢেউ উঠল ১.২ মিটার

প্রতিবেদন : বছরের প্রথম দিনেই বিরাট প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখে সূর্যোদয়ের দেশে। ৭.৬ মাত্রার প্রবল ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে জাপান। ইতিমধ্যেই ওয়াজিমা উপকূলে ১.২ মিটার উঁচু ঢেউ তাণ্ডব শুরু করেছে। তীব্র ভূকম্পনের ঠিক পরেই তাই সুনামির সতর্কতা জারি হয়েছে। সমুদ্রের ঢেউ ৫ মিটার পর্যন্ত উঠতে পারে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে। উপকূলবর্তী অঞ্চল থেকে লোকজনকে দ্রুত সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। তবে শুধুমাত্র জাপান নয়, রাশিয়া এবং উত্তর কোরিয়ার কিছু অংশেও সুনামি সতর্কতা জারি হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।

সোমবার জাপানে ৭.৬ মাত্রার প্রবল ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ভূমিকম্পটি নোটো, ইশিকাওয়াতে আঘাত হানে। সোমবারের ভূমিকম্পের কারণে ইশিকাওয়াতে তাৎক্ষণিক সুনামির সতর্কতা জারি করা হয়। জাতীয় ভূমিকম্প

কেন্দ্র বা ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির তথ্য অনুযায়ী, ৭.৬ মাত্রার ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল মাটি থেকে অন্তত ১০ কিলোমিটার গভীরে। তারই আফ্‌টারশক বা ভূমিকম্প পরবর্তী কম্পনে কেঁপে ওঠে টোকিও-সহ একাধিক শহর। ইতিমধ্যেই ১.২ মিটার সমান উঁচু ঢেউ উঠতে শুরু হয়েছে ইশিকাওয়া এলাকার উপকূলে। সুনামি সতর্কতা জারি হয়েছে গোটা দেশে। উপকূলবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের বলা হয়েছে, উঁচু বাড়িতে বা অন্য এলাকায় আশ্রয় নিতে। সমুদ্র ফুঁসে ৫ মিটার অবধি ঢেউ উঠতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

সোমবার একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে ভারতীয় দূতাবাসের তরফে। যেখানে কয়েকটি হেল্পলাইন নম্বর ও একটি ইমেল আইডি দিয়ে জানানো হয়েছে, ভারতীয় দূতাবাস একটি কন্ট্রোল রুম খুলেছে। ১ জানুয়ারি, ২০২৪ যাঁরা ভূমিকম্প ও সুনামির কবলে পড়েছেন

নববর্ষে সুনামি আতঙ্কে জাপান

তাঁরা যেকোনও রকম সাহায্যের জন্য এই নম্বর ও ইমেলে যোগাযোগ করুন।

+81-80-3930-1715 (Yakub Topno)
+81-70-1492-0049 (Ajay Sethi)
+81-80-3214-4734 (DN Barnwal)
+81-80-6229-5382 (S Bhattacharya)
+81-80-3214-4722 (Vivek Rathee)
sscons.tokyo@mea.gov.in
offfseco.tokyo@mea.gov.in

উল্লেখ্য, এই ভূমিকম্প স্মরণ করাচ্ছে ২০১১ সালে জাপানে ভয়াবহ সুনামির অতীত। ওই বছর মার্চে যে ভূমিকম্প হয়েছিল, রিখটার স্কেলে তার তীব্রতা ছিল

৯.০। দেখা গিয়েছিল, সমুদ্রের জলের তোড়ে খেলনার মতো ভেসে যাচ্ছে বাড়িঘর, অসংখ্য গাড়ি। আতঙ্কে ছুটোছুটি করছেন মানুষজন। ক্ষতিগ্রস্ত হয় বহু বাড়ি, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, রেল পরিষেবা বিপর্যস্ত হয়। দুর্যোগের সেই ভয়ঙ্কর স্মৃতিই ফিরে এল নতুন বছরের প্রথম দিনে।

তাইওয়ান নিয়ে ফের উত্তেজনা

প্রতিবেদন : উত্তেজনা বাড়ার ইঙ্গিত। নতুন বছরের শুরুতেই চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং বললেন, আমাদের মাতৃভূমি এক হবেই। চিন ও তাইওয়ানের ঐক্য সম্পন্ন হবে।আগামী ১৩ জানুয়ারি তাইওয়ানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হবে। তার আগে তাইওয়ান নিয়ে শি জিনপিংয়ের এই মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ। কূটনৈতিক মহলের মত,

জিনপিংয়ের মন্তব্যে জল্পনা

নতুন বছর তাইওয়ানের উপর চিন সামরিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে চাপ দিয়ে যাবে। কারণ, জিনপিং এর আগে বলেছিলেন, দরকার হলে শক্তি ব্যবহার করে তাওইয়ানকে নিয়ে নেওয়া হবে। মাস কয়েক আগে তাইওয়ানের কাছে চিনের যুদ্ধজাহাজ ও যুদ্ধবিমান মোতায়েন করা হয়েছিল।

এখন জিনপিং বলছেন, তাইওয়ান খাঁড়ির দুই পাশে থাকা স্বদেশবাসী নিঃসন্দেহে জাতীয় নবজীবনের গৌরব ভাগ করে নেবেন। চিন মনে করে তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট সাই ইং-ওয়েন ও ডেমক্রেটিক পিপলস পার্টির শীর্ষনেতা লাই বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব নিয়েছেন এবং আক্রমণ করার জন্য চিনকে উসকানি দিচ্ছেন। তাইওয়ানের নেতাদের অভিযোগ, চিন তাদের দেশের নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করতে চাইছে এবং ভুল তথ্য প্রচার করছে। যদিও এই অভিযোগ চিন অস্বীকার করেছে।

পাকিস্তানে নিহত মাসুদ আজহার?

পুলওয়ামা হামলার চক্রীকে ঘিরে তীব্র জল্পনা

প্রতিবেদন : পুলওয়ামা হামলার মূলচক্রী মাসুদ আজহার মৃত? পাক মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদী সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদ প্রধানের গাড়িতে বিস্ফোরণের একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশাল মিডিয়ায়। এরপরই খবর ছড়িয়েছে, ওই বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে ভারতের মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকার শীর্ষে থাকা মাসুদ আজাহার। পাক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআইয়ের অঙ্গুলিহেলনে বারবার ভারতকে রক্তাক্ত করেছে এই জঙ্গি।

২০০১ সালের সংসদ ভবনে হামলা, ২০০৫ সালে অযোধ্যায় বিস্ফোরণ, ২০১৯ সালে পুলওয়ামা হামলা-সহ অতীতে বারবার ভারতকে রক্তাক্ত করেছে এই মাসুদ আজহার। তার মৃত্যু ভারতের জন্য যে স্বস্তিদায়ক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সোমবার মাইক্রোব্লগিং সাইট এক্সে ভাইরাল হয়েছে একটি ভিডিও। সেখানে একটি গাড়ি বিস্ফোরণে তছনছ হতে দেখা যায়। দাবি করা হচ্ছে, ওই গাড়িতেই ছিল মাসুদ আজহার। ভাওয়ালপুরের একটি মসজিদ থেকে সোমবার ভোর ৫টা নাগাদ ফিরছিল জইশ প্রধান। তখনই ঘটে যায় বিস্ফোরণ। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, সম্প্রতি পাকিস্তানে একের পর এক কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী খুনের ঘটনা ঘটছে। গত দু'বছরে অজ্ঞাতপরিচয় আততায়ীদের হাতে প্রাণ হারিয়েছে অন্তত বারো জন জেহাদি। এরা প্রত্যেকেই ছিল ভারতের মোস্ট ওয়ান্টেড লিস্টে। গত ডিসেম্বরে পাকিস্তানে জেলের মধ্যে ২৬/১১ হামলার অন্যতম চক্রী সাজিদ মীর বিষক্রিয়ায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। এর আগে গত অক্টোবরে মুম্বই হামলার মূল চক্রী হাফিজ সইদের সহযোগী মুফতি কায়সের ফারুককে করাচির রাস্তায় গুলিতে ঝাঁজরা করে দেয় একদল দুষ্কৃতী। প্রায় একই কায়দায় করাচিতেই গুপ্তঘাতকদের হাতে নিহত হয় জইশ-প্রধান মাসুদ আজহারের ঘনিষ্ঠ মৌলানা রহিমউল্লা তারিক।

বাংলাদেশের নোবেলজয়ী ইউনুসের কারাদণ্ড

প্রতিবেদন : শ্রম আইন লঙ্ঘনের অপরাধে বাংলাদেশের নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ তথা গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান ড. মহম্মদ ইউনুসকে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল ঢাকা আদালত। তবে আপিল করার শর্তে ইউনুস-সহ বাকি দোষীদের ১ মাসের জামিন দেওয়া হয়েছে। সোমবার বিকেল তিনটে নাগাদ ঢাকার শ্রম আদালতের বিচারক শেখ মেরিনা সুলতানা এই রায় ঘোষণা করেন।

এই মামলায় নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ছাড়াও দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন গ্রামীণ টেলিকমের এমডি আশরাফুল হাসান, পরিচালক নুরজাহান বেগম ও মহম্মদ শাহজাহান। তাঁদেরও ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে প্রত্যেককে ৩০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। দোষীদের বিরুদ্ধে শ্রম আইনের ৩০৩ (ঙ) ধারায় সর্বোচ্চ ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ১০

দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। অপরদিকে ৩০৭ ধারায় ২৫ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ১৫ দিনের কারাদণ্ড দেয় আদালত। বিচারক বলেন, ড. ইউনুস-সহ চারজনের বিরুদ্ধে শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

কল্পতরু উৎসবে মাতল ভক্তরা

(প্রথম পাতার পর)

সেই ঘটনার স্মৃতিতে প্রতি বছরের প্রথম দিনটি পরম শ্রদ্ধায় পালিত হয় কল্পতরু উৎসব হিসাবে। বিশেষ এই দিনটিতে রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শে দীক্ষিত মানুষ ও প্রতিষ্ঠানগুলির তরফে 'কল্পতরু উৎসব' উদযাপিত হয়। মানুষের বিশ্বাস, কল্পতরু উৎসবের দিন পরমহংস দেবের কাছে মন থেকে চাইলে সেই ইচ্ছা পূরণ হয়। প্রতিবারই বছরের শুরুতেই ব্যাপক ভক্ত সমাগম হয় জয়রামবাটিতে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

দিনটিতে রামকৃষ্ণদেবকে স্মরণ করতে সোমবার ভোর থেকেই বেলুড় মঠ, কাশীপুর উদ্যানবাটি, দক্ষিণেশ্বরে মানুষের থিকথিকে ভিড় চোখে পড়েছে। ভবতারিণী মন্দিরে সকাল থেকে পুণ্যার্থীদের ঢল প্রতি বছরের মতোই। কাঁসর, ঘণ্টা, মন্ত্রপাঠে রাজ্য তথা দেশের বিভিন্ন জায়গায় পালিত হয়েছে কল্পতরু দিবস।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মভিটে হুগলির কামারপুকুরেও মাতৃভক্তদের ঢল নেমেছিল। বিশেষ মঙ্গলারতি, পূজাপাঠ-সহ আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান হয়। কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী লোকোত্তরানন্দজি মহারাজ জানান, এই দিনটি সাধু ও ভক্তবৃন্দের কাছে বিশেষ দিন।

এছাড়াও এদিন হুগলির বিভিন্ন স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত মানুষজন দিনটি শ্রদ্ধাভরে পালন করেছেন, হুগলির মাহেশে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমেও এদিন কল্পতরু উপলক্ষে ঠাকুরের বিশেষ পুজা-হোম অনুষ্ঠিত হয় এখানেও বহু মানুষের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে।

সকাল থেকেই বিশেষ পুজোপাঠের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরেও। নতুন বছরের প্রথম দিনে মাকে দর্শন করতে ভিড় জমিয়েছেন ভক্তরা। প্রচুর ভক্ত সমাগম হবে বলে আগেই আশা করেছিলেন দক্ষিণেশ্বর মন্দির কর্তৃপক্ষ। তাই মাঝে অন্নভোগের সময়টুকু বাদ দিলে ভোর ৪টে থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত মন্দির খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। টালিগঞ্জের জাপান কনস্যুলেটের সামনে রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস কল্পতরু উৎসবে ঠাকুরের মূর্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন।

বৈঠকে গোপালিকা-নন্দিনী-ডিএমরা

(প্রথম পাতার পর)

উল্লেখ্য, বছর শেষে রাজ্যের পুলিশ ও প্রশাসনিক পদে বড় রদবদল ঘটেছে। বিশেষত, রাজ্যের মুখ্যসচিব ও ডিজির কর্মজীবনের মেয়াদ শেষ হওয়ায় সেই রদ-বদল জরুরি হয়ে পড়েছিল। হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর জায়গায় ভগবতীপ্রসাদকে মুখ্যসচিব হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এতদিন রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব পদের দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন তিনি। বিপি গোপালিকাকে মুখ্যসচিব করায় তাঁর স্বরাষ্ট্রসচিব পদে দায়িত্ব দেওয়া হয় নন্দিনী চক্রবর্তীকে। রাজ্য পুলিশের নতুন ডিজি করা হয়েছে রাজীব কুমারকে।

আগামী প্রজন্মকে যাতে খাদ্যসঙ্কটে পড়তে না হয়, সেই জন্য নতুন একটি গবেষণায় বিজ্ঞানীরা তৈরি করেছেন ‘ইলেকট্রনিক সয়েল’ (বৈদ্যুতিক মাটি)। এটি এক ধরনের সাবস্ট্রেট, যাকে বলা হচ্ছে ‘ই-সয়েল’

লুইস ব্রেইল দিবস

আগামী ৪ জানুয়ারি বিশ্ব ব্রেইল দিবস। এই দিন এই পদ্ধতির আবিষ্কারক লুইস ব্রেইলের জন্মদিনও। দৃষ্টিহীন এবং স্বল্প দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের অধিকারের সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং লুইস ব্রেইলকে স্মরণ করতে বিশ্ব জুড়ে প্রতিবছর পালিত হয় দিনটি। লিখছেন শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী

দৃষ্টিহীন মানুষদের কাছে গোটা পৃথিবীটাই যেন এক বড় চ্যালেঞ্জ। একজন দৃষ্টিহীন ব্যক্তির জন্য শিক্ষা, স্বাবলম্বন, জীবনের মূলস্রোতে তাঁদের অন্তর্ভুক্তি ততটাই জরুরি যতটা একজন স্বাভাবিক মানুষের। কিন্তু গোটা জগৎ যাঁদের কাছে নিকষ কালো অন্ধকার তাঁদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরা কি খুব সহজ? একেবারেই নয়। কিন্তু মিরাকল তো ঘটেই। সেই অসাধ্য সাধন যিনি করেছিলেন তিনি ফরাসি শিক্ষাবিদ, গবেষক, আবিষ্কারক লুইস ব্রেইল। আবিষ্কার করেছিলেন ব্রেইল পদ্ধতির যা পৃথিবী জুড়ে দৃষ্টিহীন এবং স্বল্প দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের তথ্য অনুধাবন, পঠনপাঠন, উচ্চশিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তিশালী হাতিয়ার।

ব্রেইল একটি বিশেষ পদ্ধতি যা দৃষ্টিহীন ব্যক্তিরা ব্যবহার করতে পারেন এবং স্বাধীনভাবে লিখতে, পড়তে সক্ষম হন। এর একটা কৌশল আছে যা দৃষ্টিহীনদের জন্য খুব সহজসাধ্য করে তৈরি করেছিলেন লুইস ব্রেইল।

তাই আগামী ৪ জানুয়ারি আবিষ্কারক লুইস ব্রেইলের জন্মদিনকে বিশ্ব ব্রেইল দিবস বা ওয়ার্ল্ড ব্রেইল ডে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। লুইস ব্রেইলকে স্মরণ করতে এবং এই পদ্ধতিকে আরও বেশি করে জনসচেতনতার অন্তর্ভুক্ত করতে পালিত হয় এই দিনটি। লুইস ব্রেইলের নিরলস প্রচেষ্টা এবং অধ্যাবসায়, অবদানে আজ অন্ধ মানুষেরা সুন্দর পৃথিবীকে উপলব্ধি করছেন, উপভোগ করছেন।

বর্তমানে পৃথিবীর বহু দেশ ব্রেইল পদ্ধতিটিকে তাঁদের নিজস্ব ভাষায় তৈরিও করেছে। ইউনাইটেড নেশনস-জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে সবার প্রথমে ২০১৮ সালে এই দিনটি পালন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়েছিল। ২০১৯ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভা প্রতি বছর ৪ জানুয়ারি দিনটিকে বিশ্ব ব্রেইল দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারপর থেকেই এইদিনটি বিশ্ব জুড়ে ওয়ার্ল্ড ব্রেইল ডে হিসেবে পালিত হচ্ছে।

কে এই লুইস ব্রেইল

পাঁচ বছর বয়সে ছোট্ট ছেলেটি চোখে কিছু দেখতে না পেয়ে বাবা-মাকে শুধুই বারবার জিজ্ঞেস করতেন ‘আমার চারপাশে এত অন্ধকার কেন?’ বাবা-মা কোনও উত্তর দিতে পারতেন না। ওইটুকু বয়সের শিশু বোঝেই নি যে সে অন্ধ হয়ে গিয়েছে। সেই ছেলেটিই হলেন ব্রেইলের আবিষ্কারক লুইস ব্রেইল।

প্যারিস থেকে ২০ মাইল পূর্বদিকে ফ্রান্সের কুব্রে শহরে জন্ম লুইসের। স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান ছিলেন। বিঘে বিঘে জমিতে আঙুরের চাষ করতেন লুইসের বাবা-মা সাইমন রেনে আর মনিক। তাঁদের চার ছেলেমেয়ে। তিন বড় ভাইবোনের পরে সবচেয়ে ছোট হলেন লুইস। চামড়ার ব্যবসাও ছিল তাঁদের। তাই টাকা-পয়সার কোনওদিন অভাব দেখেননি তাঁরা। ভালই কাটছিল দিন। তখন লুইয়ের বয়স মাত্র তিন বছর। বাবার চামড়া সেলাইয়ের টুলসগুলো নিয়ে আপনমনে খেলছিলেন তিনি। সেই সময় চামড়ায় ফুটো করতে গিয়ে নিজের চোখেই সূচের মতো দেখতে লোহার কাঁটা ঢুকিয়ে ফেলেন ছোট্ট লুইস। এমন দুর্ঘটনা ঘটার মুহূর্তেই তড়িঘড়ি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে।

চিকিৎসক বিপদ বুঝতে পেরে লুইসকে প্যারিসে অস্ত্রোপচারের জন্য নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু তখনকার দিনে আজকের মতো এত উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিল না। প্যারিসে বিশেষজ্ঞের কাছে তাঁর অস্ত্রোপ্রচার হয় কিন্তু কোনও ভাবেই লুইয়ের ড্যামেজ হয়ে যাওয়া চোখ সারিয়ে তোলা গেল না। বেশ কয়েক সপ্তাহপর এক চোখ থেকে অন্য চোখেও সেই সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ল।

বয়স পাঁচ বছর হতে না হতে দুই চোখেই সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি হারালেন লুইস। কিন্তু ছোট্ট বয়সে তা বোঝার শক্তি ছিল না তাঁর। তবে একটা সময় তিনি বুঝতে পেরেছিলেন।

চোখে দেখতে না পেলেও, বেশ মেধাবী ছিলেন লুইস। ১০ বছর পর্যন্ত কুব্রে-তে থাকার পর দ্য রয়্যাল ইনস্টিটিউট ফর ব্লাইন্ড ইয়ুথ স্কুলে ভর্তি হন তিনি। সেখানের লাইব্রেরিতেই প্রথম স্পর্শের মাধ্যমে শব্দ চিনতে শেখার শুরু লুইসের। তাঁর স্কুলের শিক্ষক ভ্যালেন্টিন হাউই নিজে দৃষ্টিশক্তিহীন না হলেও, তাঁর দৃষ্টিহীন ছাত্রদের জন্য ছোট একটি লাইব্রেরি গড়ে তুলেছিলেন। সেখানে রাখা বইয়ের পাতার মোটা কাগজে চাপ দিয়ে অক্ষর উঁচু করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল, যাতে হাত বুলিয়ে অক্ষরের সেই নকশা বোঝা যায়।

কিন্তু ভ্যালেন্টিনের নকশা এতটাই জটিল ছিল যে অক্ষর বুঝতে অসুবিধা হত সেই স্কুলের দৃষ্টিহীন ছাত্রদের। লুইসেরও একই হাল হল। একদিন তিনি জানতে পারলেন অ্যালফাবেট কোডের কথা। ফরাসি সৈন্য বাহিনীর অফিসাররা সৈন্যদের সঙ্গে রাতে কথা বলার সময় শত্রুপক্ষের নিশানা থেকে বাঁচতে এই কোডে কথা বলতেন। এই অ্যালফাবেটে কোড বেশ কিছু বিন্দু আর ছোট লাইনের সমষ্টি যেগুলো পাতার ওপর একটু উঁচু করে খোদাই করা হত যাতে আঙুল স্পর্শ করলে সেগুলো পড়া যায়। তখন ব্রেইলের কাছে এই পদ্ধতি বেশ কাজের মনে হয় এবং তারপর থেকেই অন্ধদের জন্য শিক্ষা দেওয়ার বিশেষ কোনও পদ্ধতির কথা তিনি ভাবতে শুরু করেন।

পরবর্তী কালে চার্লস বারবিয়ারের সংস্পর্শে আসেন লুই। চার্লস দৃষ্টিহীনদের জন্য বিশেষ নকশা তৈরির চেষ্টা করছিলেন। চার্লসের সেই নকশা থেকেই দৃষ্টিহীনদের জন্য সহজে অক্ষর চেনার উপায় বার করেন লুইস।

কী এই ব্রেইল পদ্ধতি

আঙুলের স্পর্শে অক্ষরের অনুভব হল ব্রেইল। পর পর বিন্দু সাজিয়ে মোটা কাগজে চাপ সৃষ্টি করে অক্ষর ফুটিয়ে তোলেন তিনি। তবে চার্লস যেখানে ১২টি বিন্দু ব্যবহার করতেন, সেখানে লুই মাত্র ছটি বিন্দু দিয়ে অক্ষর ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হন। এই উপায়ে ৬৩টি নকশা তৈরি করা যায়। এককেটি নকশা দিয়ে বিভিন্ন বর্ণ, সংখ্যা, যতিচিহ্ন প্রকাশ করা হয়। ৬টি বিন্দু বাম ও ডান, দুটি উল্লম্ব স্তম্ভে সজ্জিত থাকে; অর্থাৎ প্রতি অনুভূমিক সারিতে থাকে দুটি বিন্দু। বিন্দুগুলো পরস্পরের আকার ও দূরত্বে থাকে অভিন্ন। ঐতিহ্যগতভাবে অ্যাম্বুজকৃত কাগজের ওপর ব্রেইল পদ্ধতিতে লেখা হয়। তবে এর বিকল্প হিসেবে এখন টাইপরাইটার ব্যবহার করে সবাই। এ টাইপরাইটারের নাম ব্রেইলার। ১৮২৪ সালে মাত্র ১৫ বছর বয়সে দৃষ্টিহীনদের জন্য সহজ মুদ্রণ পদ্ধতি তৈরি করেন লুইস। ১৮২৭ সালে লুইস প্রথম বই লেখেন যা এই ব্রেইল পদ্ধতি সমন্বিত। ব্রেইলে প্রথমদিকে তিনি আড়াআড়ি দাঁড়িও ব্যবহার করতেন। কিন্তু ১৮৩৭ সালে দাঁড়িগুলি বাদ দেন। তাঁর নামানুসারেই পরবর্তীকালে দৃষ্টিহীনদের জন্য বিশেষ পদ্ধতির মুদ্রণের নাম হয় ব্রেইল। দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁর সৃষ্ট পদ্ধতির এই বিপুল জনপ্রিয়তা তিনি নিজেই দেখে যেতে পারেননি।

মাঠে ময়দানে
2 January, 2024 • Tuesday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কেকেআরের মুজিব উর রহমানকে বিগ ব্যাশে খেলার অনুমতি দিল না আফগানিস্তান বোর্ড

খুন অলিম্পিয়ান

■ **নাইরোবি :** উগান্ডার দূরপাল্লার দৌড়বিদ তথা তিনবারের অলিম্পিয়ান বেঞ্জামিন কিপলাগাতের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে কেনিয়ার শহর এলডোরেটে। স্থানীয় পুলিশের দাবি, ছুরির আঘাতে মৃত্যু হয়েছে বেঞ্জামিনের। প্রাথমিক তদন্তে এটিকে খুনের ঘটনা হিসাবেই চিহ্নিত করেছে পুলিশ। তবে কে বা কারা এই খুনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তা নিয়ে এখনও ধন্দে প্রশাসন। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি, একটি গাড়িতে বেঞ্জামিনের মৃতদেহ পড়ে ছিল। বুকে এবং ঘাড়ে ছুরির আঘাতের ক্ষত পাওয়া গিয়েছে। প্রসঙ্গত, বেঞ্জামিন তিনবার অলিম্পিকে অংশ নেওয়া ছাড়াও ছ'বার বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে উগান্ডার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ২০১২ লন্ডন অলিম্পিকে স্টিপলচেজের সেমিফাইনালে উঠেছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে দেশের হয়ে একাধিক পদকও জিতেছেন।

নিখোঁজ বেঞ্জেমা

■ **রিয়াধ :** ফর্মের চূড়োয় থেকেই রিয়াল মাদ্রিদ ছেড়ে সৌদি লিগ চ্যাম্পিয়ন আল ইত্তিহাদে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু এই মরশুমে হতাশ করেছেন করিম বেঞ্জেমা। সৌদি ক্লাবের হয়ে সব টুর্নামেন্ট মিলিয়ে ১৫ ম্যাচে মাত্র ৯ গোল করেছেন ফরাসি স্ট্রাইকার। শুধু তাই নয়, গত কয়েক দিন ধরে ক্লাবের প্র্যাকটিসেও দেখা যায়নি বেঞ্জেমাকে। ৩৬ বছর বয়সি ফুটবল তারকা নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টও মুছে ফেলেছেন! এর পরেই নিখোঁজ বেঞ্জেমাকে নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যমের দাবি, সৌদি লিগে একেবারেই মানিয়ে নিতে পারছেন না বেঞ্জেমা। তাই ক্লাবের সঙ্গে ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত চুক্তি থাকলেও, নতুন বছরেই আল ইত্তিহাদ ছাড়তে পারেন। এদিকে ফরাসি মিডিয়ার খবর, চোটের জন্য গত তিন দিন ক্লাবের অনুশীলনে আসেননি বেঞ্জেমা।

আফ্রিদি-উবাচ

■ **করাচি :** জামাই শাহিন আফ্রিদির নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলেন খোদ শ্বশুর শাহিদ আফ্রিদি! বিশ্বকাপের পরেই পাকিস্তানের নেতৃত্ব ছেড়েছেন বাবর আজম। এরপর টেস্টে শান মাসুদ এবং টি-২০ ফরম্যাটে শাহিনকে অধিনায়ক করেছে পাক ক্রিকেট বোর্ড। যদিও আফ্রিদি চান, শাহিনের বদলে মহম্মদ রিজওয়ানকে টি-২০ দলের নেতৃত্ব দেওয়া হোক। তিনি বলেছেন, ''শাহিনকে ভুল করে অধিনায়ক করা হয়েছে। আমি রিজওয়ানকেই টি-২০ অধিনায়ক হিসাবে দেখতে চাই। রিজওয়ানের পরিশ্রম এবং দায়বদ্ধতাকে আমি সম্মান করি। সত্যিকারের লড়াকু ক্রিকেটার। ওর সবথেকে বড় গুণ, সব সময় নিজের খেলার উপরে মনোযোগ দেয়। বাকিরা ব্যর্থ হলেও তার প্রভাব ওর খেলায় পড়ে না।'' মজার কথা, একটি টিভি শোয়ে আফ্রিদি যখন এই কথা বলছেন, তখন তাঁর পিছনেই বসে ছিলেন শাহিন। শ্বশুরের কথা শুনে তিনি হেসে ফেলেন।

সুনীলদের মানসিকতা দেখে মুগ্ধ সিনক্লেয়ার

ভারতীয় দলের অনুশীলনে সিনক্লেয়ার। সোমবার দোহাতে।

দোহা, ১ জানুয়ারি : প্রথম দিনেই ট্রেভর সিনক্লেয়ারের মন জয় করে নিলেন সুনীল ছেত্রীরা। ইগর স্টিমাচের সহকারী ব্রিটিশ বিশ্বকাপার সোমবারই দোহায় ভারতীয় দলের প্র্যাকটিসে যোগ দিয়েছেন। আর সুনীলদের লড়াকু মানসিকতা দেখে মুগ্ধ ২০০২ বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের প্রতিনিধিত্ব করা সিনক্লেয়ার।

সিনক্লেয়ার বলছেন, ''সত্যি কথা বলতে কী, ভারতীয় ফুটবলারদের দেখে আমি সন্তুষ্ট। এই দলটা যেমন প্রতিভাবান, তেমনই বিনয়ী। লড়াই করার মানসিকতা রয়েছে। কোচ এবং কোচিং স্টাফদের সঙ্গে দারুণ সম্পর্ক প্রত্যেকটি ফুটবলারের। সব থেকে বড় কথা, দেশের জন্য নিজের সেরাটা দিতে এরা তৈরি।'' ম্যাঞ্চেস্টার সিটি, ওয়েস্ট হ্যামের হয়ে দাপিয়ে প্রিমিয়ার লিগ খেলা সিনক্লেয়ার আরও যোগ করেছেন, ''আমি নিজে উইঙ্গার ছিলাম। ক্রিয়েটিভ ফুটবলে বিশ্বাস করি। তাই জানি, অ্যাটাকিং থার্ডে কী করতে হয়। সবটাই যে কোচিং ম্যানুয়েল মেনে হবে, তেমন কোনও কথা নেই। বরং চটজলদি সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে অনেকটাই।''

স্টিমাচের নতুন সহকারীর বক্তব্য, ''ভারতীয় ফুটবল সম্পর্কে কোনও ধারণা ছিল না আমার। তবে ইগরের প্রস্তাব পাওয়ার পর রবি ফাওলারের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। ও ভারতীয় ফুটবলে কোচিং করিয়েছে। তাই সুনীল ছেত্রীর নাম আমার অজানা নয়।'' তিনি আরও বলেন, ''ইগর যেভাবে দলটাকে গড়ে তুলেছে, তার প্রশংসা করতেই হবে। নিজের লড়াকু ফুটবলার ছিল। সেই মানসিকতা ফুটবলারদের মধ্যেও ছড়িয়ে দিতে পেরেছে।''

এদিকে, জোরকদমে চলছে সুনীলদের এএফসি এশিয়ান কাপের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। ১৩ জানুয়ারি অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করবে ভারত। এরপর খেলতে হবে উজবেকিস্তান ও সিরিয়ার বিরুদ্ধে। প্রতিটি দলই শক্তিতে অনেক এগিয়ে। যদিও তাতে কুঁকড়ে নেই সুনীলরা। কোচ স্টিমাচও জানিয়েছেন, তাঁর দল সাহসী ফুটবলই খেলবে।''

অভিমন্যু নেই মনোজেই ভরসা

আজ বিশাখাপত্তনম যাচ্ছে বাংলা

প্রতিবেদন : অভিমন্যু ঈশ্বরণ নেই। তিনি আপাতত ভারতীয় দলের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকায় রয়েছেন। রঞ্জির প্রথম ম্যাচে তাঁকে না পাওয়া বঙ্গ শিবিরের কাছে বড় ধাক্কা।

কিন্তু বড় প্রাপ্তিও আছে মনোজ তিওয়ারিকে নিয়ে। কোচ সৌরাশিস লাহিড়ী বললেন, আমি পঁচিশ বছর ধরে মনোজকে দেখছি। এবার প্রথম থেকেই ও ছন্দে আছে। ক্লাব ক্রিকেটে একটা ম্যাচও খেলেছে। গতবছর ও অসাধারণ খেলেছে। কিন্তু এবার মনোজকে আরও ফিট লাগছে। ও রান করবেই।

মঙ্গলবার দুপুরে বিশাখাপত্তনম উড়ে যাচ্ছে বাংলা দল। সেখানে বাংলা ও অন্ধ্রপ্রদেশের রঞ্জি ম্যাচ শুরু ৫ জানুয়ারি থেকে। ছবির মতো সুন্দর ভিডিসিএ ক্রিকেট স্টেডিয়ামের উইকেট কেমন হবে সেটা এখন থেকে আন্দাজ করা মুশকিল তবে বঙ্গ শিবির ধরে নিয়েছে ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি উইকেট হবে। সেখানে পরেরদিকে বল ঘুরতে পারে। ফলে দুই স্পিনারের ভাবনা রয়েছে।

মঙ্গলবার বিশাখাপত্তনম পৌঁছে এদিন আর কোনও প্র্যাকটিসের পরিকল্পনা নেই বাংলার। তবে বুধবার সকালে লম্বা ট্রেনিং শিডিউল রয়েছে। অভিমন্যু না থাকায় দুই নতুন মুখকে দিয়ে ইনিংস শুরু করাতে হবে লক্ষ্মীরতন শুক্লাদের। কিন্তু বিকল্প রাস্তাও নেই। মনোজের নেতৃত্বে ১৮ জনের বাংলা দলে এবার বেশ কয়েকজন নতুন মুখ। তারুণ্যের আধিক্য। সৌরাশিস বলছিলেন, অভিমন্যু এখন বাংলার ব্যাটিংয়ের স্তম্ভ। ওর না থাকা সত্যিই আমাদের জন্য ধাক্কা। কিন্তু অভিমন্যু দেশের হয়ে খেলছে। সেটা সবার আগে। ব্যাটারদের মধ্যে মনোজ ছাড়াও সিনিয়রদের মধ্যে রয়েছেন অনুষ্টুপ মজুমদার। সুদীপ ঘরামিও রানের মধ্যে রয়েছেন। জোরে বোলারদের মধ্যে আকাশ দীপ ও ঈশান পোড়েল অনেক ম্যাচ খেলে ফেলেছেন। তাঁরা জানেন অন্ধ্র ম্যাচে কিভাবে বল করতে হবে। এছাড়া লেগ স্পিনার প্রয়াস রায় বর্মন পুরনো মুখ। প্রদীপ্ত প্রামানিকের সঙ্গে তাঁর স্পিন জুটি স্থানীয় দলকে চাপে ফেলতে পারে।

শান্ত মেসি, রোনাল্ডো বরাবর আক্রমণাত্মক

রেফারির চোখে দুই মহারথী

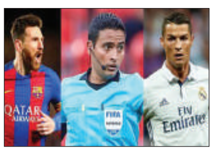

ওয়াশিংটন, ১ জানুয়ারি : ফুটবল বিশ্বে মেসি এবং রোনাল্ডোর মধ্যে কে সেরা সেই নিয়ে ফুটবল অনুরাগীদের মধ্যে বিতর্কের শেষ নেই। বর্তমানে মেসি খেলেন ইন্টার মায়ামিতে আর রোনাল্ডো খেলেন আল-নাসেরে। এরপরেও এল ক্লাসিকোতে বার্সেলোনা ও রিয়াল মাদ্রিদ ম্যাচে দুই ফুটবল কিংবদন্তির পুরনো দ্বৈরথের রেকর্ড, ট্রফি জয়ের পরিসংখ্যানের নিরিখে এখনও তাঁদের মধ্যে তুলনা টেনে সমাজমাধ্যমে খাপ পঞ্চায়েতের আসর বসে। এবার এই আলোচনায় নাম লেখালেন হন্ডুরাসের রেফারি সৈয়দ মার্টিনেজ। তিনি জানালেন, মেসি এবং রোনাল্ডো দুজনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট সম্পূর্ণ আলাদা। তবে দুজনেই সেরা ফুটবলার। মার্টিনেজের বক্তব্য, মেসি এবং রোনাল্ডোর মধ্যে কেউ এগিয়ে গেলে কেউ পিছিয়ে পড়ে বলে আমার মনে হয় না। ওদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আলাদা হতে পারে কিন্তু আমার চোখে ওরা দুজনেই সেরা। তিনি বলেন, রেফারিংয়ের দেখেছি মাঠে খেলতে নেমে মেসি খুবই শান্ত থাকে। ম্যাচ ছাড়া অন্য কিছুর দিকে নজর থাকে না তাঁর। ম্যাচ শুরুর সময় বা শেষে মেসি কখনও আমার সঙ্গে হাত মেলাতে ভুলত না। যা আমার কাছে সুখকর স্মৃতি। মাঠের মধ্যে রোনাল্ডো সবসময় আক্রমণাত্মক। একবার তাঁর গোল বাতিল করে দেওয়ায় আমার দিকে তেড়ে আসে। সেইবার ও ভারের সিদ্ধান্তকেও বিশ্বাস করতে পারেনি। মার্টিনেজ বলেন, ওদের ফ্রি-কিক দেখা তো আমি কখনই ভুলতে পারব না। মেসি-রোনাল্ডোর ম্যাচে রেফারিং করা প্রত্যেকের কাছেই দুর্দান্ত সুযোগ।

জন্মদিনে মাকে গাড়ি উপহার সিআর সেভেনের

লিসবন, ১ জানুয়ারি : শত ব্যস্ততার মধ্যেও মায়ের জন্মদিন ভোলেননি। বরং আগাম কোনও খবর না দিয়েই বাড়ি ফিরে মাকে চমকে দিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। উপহার দিলেন একটি ঝকঝকে পোরশে গাড়িও। যার দাম ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় আড়াই কোটি। রবিবার (৩১ ডিসেম্বর) ছিল রোনাল্ডোর মা দোলোরেস অ্যাভেইরোর ৬৯তম জন্মদিন। শনিবার রাতে সৌদি প্রো লিগের ম্যাচ খেলেই পর্তুগাল উড়ে যান রোনাল্ডো। মাকে রোনাল্ডোর গাড়ি উপহার দেওয়ার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, নাতি রোনাল্ডো জুনিয়ারের সঙ্গে গ্যারেজে ঢুকে নতুন গাড়ি দেখছেন রোনাল্ডোর মা। তারপর নাতিকে জড়িয়ে ধরেন। মায়ের জন্মদিনের পার্টিতে দারুণ মেজাজে ছিলেন রোনাল্ডো নিজেও। মায়ের চোখে জল দেখে পর্তুগিজ তারকাকে বলতে শোনা গিয়েছে, ''কেঁদো না। তোমার মেকআপ খারাপ হয়ে যাবে।''

দুই প্রধানের চিঠির জের

রেফারিদের সতর্ক করল ফেডারেশন

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি : চলতি আইএসএলে বারবার খারাপ রেফারিংয়ের শিকার হতে হচ্ছে। এই মর্মে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনকে চিঠি দিয়েছিল মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল। এর পরেই নড়েচড়ে বসেন ফেডারেশনের শীর্ষ কর্তারা। রবিবার এই নিয়ে রেফারি কমিটির সদস্য এবং ফেডারেশনের মুখ্য রেফারিং অফিসার ট্রেভর কেটলের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন এআইএফএফ কর্তারা।

সোমবার ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে কার্যত স্বীকার করে নিলেন যে, রেফারিদের ভুল সিদ্ধান্তের বলি হতে হচ্ছে ক্লাবগুলোকে। একই সঙ্গে রেফারিদের আরও সতর্ক হওয়ারও বার্তা দেওয়া হয়েছে। ফেডারেশনের বক্তব্য, ক্লাবগুলো যে ভিডিও ক্লিপিংস পাঠিয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিতে রেফারিরা ভুল করেছেন। তাই ভবিষ্যতে রেফারিদের আরও সতর্ক হতে হবে। কারণ এতে লিগের ক্ষতি হচ্ছে। সমর্থকদের আবেগকে সম্মান দিয়ে বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে।

ফেডারেশনের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, এখন ৩৬৫ দিন ধরেই বিভিন্ন ফুটবল টুর্নামেন্ট চলে। আমরা ভাগ্যবান লক্ষ লক্ষ ফুটবলপ্রেমী আমাদের সঙ্গে জুড়ে রয়েছেন। মানুষ মাত্রেই ভুল হয়। তবে রেফারিদের ভুলের মাত্রা কমাতে হবে। পাশাপাশি রেফারিদের ট্রেনিংয়েও বাড়তি জোর দেওয়া হচ্ছে। ফেডারেশন জানিয়েছে, সুপার কাপ চলাকালীন ভুবনেশ্বরে আইএসএস এবং আই লিগের কোচ ও ম্যানেজারদের সঙ্গে বৈঠকে বসা হবে।

জকোর থেকেও ফেডেরারের খেলা আমাকে আনন্দ দিয়েছে। বললেন রাফায়েল নাদাল

গ্রেফতার ক্রীড়াবিদ

সিডনি : অলিম্পিয়ান স্ত্রীকে ইচ্ছাকৃত ভাবে হত্যা করার অভিযোগ উঠল বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন সাইক্লিস্টের বিরুদ্ধে। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার মেডেন্ডি শহরে। গ্রেফতার করা হয়েছে রোহান ডেনিস নামে ৩৩ বছরের সাইক্লিস্টকে। ঘটনার পর রোহানের স্ত্রী মেলিসাকে গুরুতর চোট পাওয়া অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা যান তিনি। ডেনিসের এক প্রতিবেশী জানিয়েছেন, এত শান্ত পাড়ায় এ ধরনের ঘটনা অতীতে ঘটেনি। ডেনিস ও মেলিসার দুই সন্তানও রয়েছে। স্বামী ও স্ত্রী দুজনেই সর্বোচ্চ পর্যায়ের সাইক্লিস্ট ছিলেন। রোহান ২০১২ সালে অলিম্পিকে রুপো এবং ২০২০ সালে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন। ২০১৫ সালে দলগত ইভেন্টে সোনা জিতেছিলেন মেলিসা।

নতুন স্টেডিয়াম

নয়াদিল্লি : এবারের আইপিএলে নতুন হোম গ্রাউন্ড পাচ্ছে পাঞ্জাব কিংস! সম্প্রতি পাঞ্জাব ক্রিকেট সংস্থা মুল্লাপুরে একটি নতুন স্টেডিয়াম তৈরি করেছে। সবকিছু ঠিক থাকলে এই স্টেডিয়ামে আইপিএলের কিছু ম্যাচ খেলতে পারে পাঞ্জাব কিংস। এতদিন পাঞ্জাব ফ্র্যাঞ্চাইজির হোম গ্রাউন্ড ছিল মোহালি। পাঞ্জাব ক্রিকেট সংস্থার দাবি, স্টেডিয়াম তৈরির কাজ একেবারে শেষপ্রান্তে। আইপিএল শুরুর আগেই তা পুরোপুরি তৈরি হয়ে যাবে। নতুন এই স্টেডিয়ামের আসনসংখ্যা ৩০ হাজার। মোট ১৮০০ গাড়ি পার্ক করা যাবে। ১২টি পিচ রয়েছে স্টেডিয়ামের ভিতরে। এছাড়াও অনুশীলনের জন্য রয়েছে আলাদা জায়গা। দু'টি অত্যাধুনিক ড্রেসিংরুমে সনা বাথ, বুফে, শাওয়ার এবং ম্যাসাজের জন্যও আলাদা করে জায়গা থাকছে।

বছরের সেরা প্রাপ্তি শুভমন : গাভাসকর

মুম্বই, ১ জানুয়ারি : দু'দিন আগেই যার কড়া সমালোচনা করেছিলেন, সেই শুভমন গিলকেই ফেলে আসা বছরের সেরা প্রাপ্তি হিসাবে চিহ্নিত করছেন সুনীল গাভাসকর! সেঞ্চুরিয়ন টেস্টের দু'ইনিংসে শুভমনের ব্যাটিংয়ে হতাশ সানি জানিয়েছিলেন, লাল বলের ক্রিকেটে সফল হওয়ার জন্য শুভমনকে আরও খাটতে হবে।

সম্প্রচারকারী চ্যানেলের একটি সাক্ষাৎকারে গাভাসকরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ২০২৩ সালের সেরা ভারতীয় ক্রিকেটার কে? জবাবে গাভাসকর বলেন, "আমার মতে সেরা প্রাপ্তি শুভমন। যেভাবে গোটা বছর ও ধারাবাহিকভাবে রান করেছে, তার প্রশংসা করতেই হবে। তিনটে ফরম্যাটেই ভাল খেলেছে শুভমন। তবে টেস্ট ক্রিকেটে সফল হওয়ার জন্য ওকে নিজের ব্যাটিংয়ে আরও শৃঙ্খলা আনতে হবে। ক্রিজে গিয়েই বড় শট খেললে চলবে না।"

এই বিষয়ে গাভাসকরের সঙ্গে একমত আরেক প্রাক্তন ইরফান পাঠানও। তিনিও বলছেন, "২০২৩ সালে একদিনের ক্রিকেটে শুভমনের মতো ধারাবাহিকতা কেউ দেখাতে পারেনি। ও ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ। আগামী দিনের নেতা। আশা করি, নতুন বছরেও ফর্ম ধরে রাখবে শুভমন।"

প্রসঙ্গত, সদ্য শেষ হওয়া বছরে শুভমনই একমাত্র ভারতীয় ব্যাটার, যিনি তিনটে ফরম্যাটেই সেঞ্চুরি করেছেন। বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ ব্যাটার হিসাবে একদিনের ক্রিকেটে ডাবল সেঞ্চুরি করার রেকর্ড শুভমনের দখলে। ২০২৩ সালে তিন ফরম্যাট মিলিয়ে মোট ৪৮ ম্যাচে ২১৫৪ রান করেছেন শুভমন।

টেস্ট ক্রিকেট নিয়ে ছেলেখেলা হচ্ছে

আইসিসিকে একহাত স্টিভের

সিডনি, ১ জানুয়ারি : টেস্ট ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন তুলে আইসিসিকে একহাত নিলেন স্টিভ ও। অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক সাফ জানাচ্ছেন, লাল বলের ক্রিকেট নিয়ে ছেলেখেলা হচ্ছে। আগামী মাসে টেস্ট সিরিজ খেলতে নিউজিল্যান্ডে যাচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা। সেই সময় দক্ষিণ আফ্রিকায় আবার ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-২০ লিগ চলবে। তাই সেরা ক্রিকেটারদের সেখানে খেলার সুযোগ করে দিতে যে ১৪ জনের দল ঘোষণা করা হয়েছে, তাতে অধিনায়ক নিল ব্র্যান্ড-সহ মোট সাতজন ক্রিকেটারের টেস্ট অভিষেক হবে নিউজিল্যান্ড সফরে। আর এতেই প্রচণ্ড বিরক্ত স্টিভ। তিনি বলেন, "এই সিদ্ধান্ত টেস্ট ক্রিকেটের মৃত্যুর আগাম ঘণ্টা! আইসিসি কী করছে? অবশ্য, এতে তাদের কিছুই এসে যায় না। লাল বলের ক্রিকেট নিয়ে যেন ছেলেখেলা শুরু হয়েছে।" স্টিভ আরও বলেন, "এখন তো মনে হচ্ছে, দক্ষিণ আফ্রিকার দেখানো পথে বাকি দেশগুলোও হাঁটবে। এমন দ্বিতীয় সারির দল পাঠিয়ে আসলে নিউজিল্যান্ডকেই অপমান করল দক্ষিণ আফ্রিকা বোর্ড। আমি নিউজিল্যান্ড বোর্ডের দায়িত্বে থাকলে, এই সিরিজ খেলতে অস্বীকার করতাম।"

স্বপ্নের স্ক্রিপ্ট লেখার দারুণ সুযোগ

এভাবেই সবাইকে শুভেচ্ছা জানালেন শামি।

নতুন বছরে বার্তা শচীনের

মুম্বই, ১ জানুয়ারি : নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়ে সমাজমাধ্যমে ক্রিকেটপ্রেমীদের উদ্দেশ্যে ইতিবাচক শুভেচ্ছা বার্তা জানালেন বিশ্ব ক্রিকেটের রথী-মহারথীরা। শচীন তেন্ডুলকর থেকে কে এল রাহুল, মহম্মদ শামি থেকে অজিঙ্ক রাহানে, ওয়াকার ইউনিস থেকে ট্রাভিস হেড— কে নেই সেই তালিকায়।

শচীন যেমন লিখলেন, 'নতুন বছর মানেই নতুন স্বপ্নের স্ক্রিপ্ট তৈরির দুর্দান্ত সুযোগ। আমাদের সব ইতিবাচক ভাবনা পূর্ণতা পাক। সকলকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা।' ভারতীয় মহিলা দলের ওপেনার স্মৃতি মান্ধানা বলেছেন, 'নতুন বছরে নতুন শুরুটাকে সবাই মিলে উদযাপন করার এখনই সময়।' ভারতীয় দলের প্রাক্তন অলরাউন্ডার যুবরাজ সিংয়ের বার্তা, '২০২৩ সালে চড়াই উতরাই সামলে এখন নতুন বছরে নতুন সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আবার এগোনো হোক। সবাইকে অনুপ্রাণিত করে নিজের জয়ের ইতিহাস নিজেরই লেখার সময় এসেছে। আমি বিশ্বাস করি, যারা সাহসী তাদের জন্য জয় নিশ্চিত।' এর মধ্যেই নিজের প্র্যাকটিস ভিডিও আপলোড করে বেশ ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট করেছেন, ভারতীয় টেস্ট দল থেকে ব্রাত্য হয়ে পড়া চেতেশ্বর পুজারা। তিনি লিখেছেন, 'সকলকে শুভেচ্ছা। নতুন বছরে নতুন আমি হয়তো বা নয়। ক্রিকেটের প্যাড কিন্তু একই আছে, কোনও বদল হয়নি।' প্রাক্তন পাকিস্তান অধিনায়ক ওয়াসিম আক্রম বলেছেন, 'আশা করি নতুন বছর ভাল কাটবে। আপনি এবং আপনার পরিবার ভালবাসায় থাকুন, নিরাপদে থাকুন।'

ইউনাইটেড কাপ জিতে বছর শুরু জকোভিচের

সতীর্থদের সঙ্গে কাপ নিয়ে উচ্ছ্বাস জকোর।

পারথ, ১ জানুয়ারি : জয় দিয়েই নতুন বছর শুরু করলেন নোভাক জকোভিচ। তাঁর দাপটে চিনকে ২-১ ফলে হারিয়ে ইউনাইটেড কাপ জিতল সার্বিয়া। ২০২৩ সালে তিন-তিনটে গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছিলেন জকোভিচ। সেই ফর্ম নতুন মরশুমেও ধরে রাখলেন সার্ব টেনিস তারকা।

মেয়েদের সিঙ্গলসে চিনের ঝেং কিনওয়েনের কাছে ৪-৬, ২-৬ সেটে হেরে গিয়েছিলেন সার্বিয়ার ওলগা ডানিলোভিচ। যদিও মিক্সড ডাবলসে জকোভিচ-ওলগা জুটি ৬-৪, ১-৬, ১০-৬ সেটে চিনা জুটিকে হারিয়ে ম্যাচে সমতা ফেরান। এরপর পুরুষদের সিঙ্গলসে জকোভিচ ৬-৩, ৬-২ স্ট্রেট সেটে চিনা প্রতিদ্বন্দ্বী ঝাং ঝিঝেনকে হারিয়ে সার্বিয়ার কাপ জয় নিশ্চিত করেন। আগামী ১৪ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে মরশুমের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম অস্ট্রেলিয়ান ওপেন। তার আগে সেরা ফর্মেই দেখা গেল জকোভিচকে। তাঁর জোরালো সার্ভ এবং নিখুঁত ক্রস কোর্ট শটের কোনও জবাবই ছিল না চিনা খেলোয়াড়ের র‍্যাকেটে। প্রসঙ্গত, টেনিসের ইতিহাসে রেকর্ড ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেতাব জিতেছেন জকোভিচ। এর মধ্যে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতেছেন সবথেকে বেশি ১০ বার। যদিও ২০২২ সালে এই অস্ট্রেলিয়ান ওপেনেই জকোভিচকে খেলতে দেওয়া হয়নি কোভিডের প্রতিষেধক না নেওয়াতে। যা নিয়ে সেই সময় প্রবল বিতর্ক হয়েছিল। তবে নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার পর গতবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেন খেলার ছাড়পত্র পান জকো। চ্যাম্পিয়নও হন।

লিয়নের সেরা তিন শচীন-বিরাট-এবি

সিডনি, ১ জানুয়ারি : পাঁচশো টেস্ট উইকেট রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। ক্রিকেট কেরিয়ারে বল করেছেন বহু তারকা ব্যাটারকে। সেই নাথান লিয়ন যাঁদের বোলিং করেছেন, তাঁদের মধ্যে সেরা তিন ব্যাটার হিসাবে বেছেছেন শচীন তেন্ডুলকর, বিরাট কোহলি এবং এবি ডিভিলিয়ার্সকে।

সোমবার এক সাক্ষাৎকারে এই প্রসঙ্গে অস্ট্রেলীয় অফ স্পিনার বলেছেন, "যাদের বিরুদ্ধে বল করেছি, তাদের মধ্যে কে সেরা, সেটা আমার পক্ষে বলা খুব কঠিন। কারণ আমি অনেক গ্রেট ব্যাটারকে বল করেছি। একটা নাম নয়, আমি তিনজনকে বেছে নিতে চাই। শচীন তেন্ডুলকর, বিরাট কোহলি ও এবি ডি'ভিলিয়ার্স।" লিয়ন আরও বলেন, "ওদের আউট করার জন্য নিজের সেরা বলটাই করতে হত। বেশিরভাগ সময়েই এই তিনজনের উইকেট পেতে আমার ধৈর্য ধরতে হয়েছে। লোভ দেখাতে হয়েছে। বড় শট খেলতে গিয়ে ওরা যদি কোনও ভুল করে, তার অপেক্ষায় থাকতে হয়েছে।"

রেকর্ড বই বলছে, বিরাটের বিরুদ্ধে ২৩ টেস্ট খেলে সাতবার কিং কোহলিকে আউট করেছেন লিয়ন। এছাড়া শচীনের বিরুদ্ধে ৬টি টেস্টে খেলে মাস্টার-ব্লাস্টারের উইকেট নিয়েছেন ৪ বার। অন্যদিকে, ১২ টেস্টে ডি'ভিলিয়ার্সকে মাত্র দু'বারই আউট করতে পেরেছেন।

মাঠে ময়দানে
2 January, 2024 • Tuesday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমিরশাহির টি-২০ লিগে দুবাই ক্যাপিটালসের অধিনায়ক হলেন ডেভিড ওয়ার্নার

ছক্কায় ঝড় তুললেন বিরাট, মাঠে এলেন না রোহিত

নিউল্যান্ডসেও ভারতের জন্য ঘাসের উইকেটই

কেপটাউন, ১ জানুয়ারি : নিউল্যান্ডস স্টেডিয়াম থেকে বাইরের দৃশ্যটা বেশ মনোরম। তাকালেই চোখে পড়বে বিখ্যাত টেবল মাউন্টেন। যা দেখতে দুনিয়ার পর্যটকরা ভিড় করেন কেপটাউনে।

ক্রিসমাস, নিউ ইয়ার মিলিয়ে এখানে এখন উৎসবের আবহ। এরসঙ্গে জুড়েছে ক্রিকেট। রবিবারই জোহানেসবার্গ থেকে কেপটাউনে এসেছেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। এদিন বিরাট-সহ গোটা দলকে দেখা গেল নিউল্যান্ডস মাঠে। প্র্যাকটিসে বিরাট বেশ কয়েকটি বিশাল ছক্কা হাঁকালেন অশ্বিনের বলে। তবে তাঁর ছক্কা নয়, ভারতীয় শিবিরে চর্চায় থাকল এখানকার উইকেট।

সেঞ্চুরিয়নের সুপারস্পোর্ট পার্কের যে উইকেটে ভারতীয় ব্যাটাররা নাজেহাল হয়েছেন, প্রায় সেরকমই উইকেট রাখা হয়েছে নিউল্যান্ডসেও। সবুজ আউটফিল্ডের সঙ্গে যাকে আলাদা করা যাচ্ছে না। সেঞ্চুরিয়নে এমনই উইকেটে রাবাডা, বার্গাররা ভারতীয় ব্যাটিংকে শেষ করেছিলেন। দ্বিতীয় দফায় ভারতের ইনিংস শেষ হয়েছিল ১৩১ রানে। ইনিংস ও ৩২ রানে হেরে ভারত এখানে সিরিজ বাঁচানোর লড়াইয়ে নামছে।

কেপটাউনে ছ'বার খেলে ভারত কখনও এখানে টেস্ট জেতেনি। আরেকটি তথ্য হল, এখানে রাবাডা ৪২টি উইকেট নিয়েছেন। যেটা জানা যাচ্ছে, নিউল্যান্ডসের উইকেটে তৃতীয় দিন থেকে বল ঘোরার ব্যাপার রয়েছে। যদি তাই হয় তাহলে ভারত কি রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে রেখেই রবীন্দ্র জাদেজাকে নিয়ে আসবে? জাদেজা ফিট। তিনি আসছেনই। আরেকটি পরিবর্তন হতে পারে প্রসিধ কৃষ্ণর বদলে মুকেশ কুমার। দক্ষিণ আফ্রিকা দলে একটি পরিবর্তন অবিশ্যম্ভাবী। জেরাল্ড কোয়েটজি চোটে বাইরে চলে গিয়েছেন।

এদিকে, সোমবার অপশনাল প্র্যাকটিস ছিল ভারতীয় দলের। অধিনায়ক রোহিত শর্মা, ওপেনার যশস্বী জয়সোয়াল, অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজার মতো ক্রিকেটাররা কেউ মাঠে আসেননি। তবে সেঞ্চুরিয়নে রান পাওয়া দুই ব্যাটারকে অবশ্য দেখা গেল প্র্যাকটিসে। বিরাট ও রাহুল নেটে অনেকক্ষণ ব্যাট করেছেন। এরমধ্যে বিরাট বেশ কয়েকটি পেল্লাই ছক্কাও মারেন অশ্বিনকে।

দ্বিতীয় টেস্টে দলে ডাক পাওয়া পেসার আবেশ খানকেও প্র্যাকটিসে দেখা গেল। তাঁর বলে অনেকক্ষণ ব্যাট করেছেন বিরাট ও রাহুল। দু'জনেই স্পিনের বিরুদ্ধেও নিজেদের ঝালিয়ে নেন। আবেশের অবশ্য টেস্ট দলে থাকার সম্ভাবনা কম। যা শোনা যাচ্ছে তাতে মুকেশের খেলার সম্ভাবনা বেশি।

সোমবার নিউল্যান্ডসের নেটে নামছেন বিরাট।

রাহানের সামনে রঞ্জি-চ্যালেঞ্জ

মুম্বই, ১ জানুয়ারি : আসন্ন রঞ্জি ট্রফিতে মুম্বই দলকে নেতৃত্ব দেবেন অজিঙ্ক রাহানে। ৫ জানুয়ারি বিহারের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে রঞ্জি অভিযান শুরু করছে মুম্বই। এরপর ১২ জানুয়ারি থেকে অন্ধ্রপ্রদেশের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচ। সোমবার এই দু'টি ম্যাচের জন্য ১৫ জনের দল ঘোষণা করেছে মুম্বই ক্রিকেট সংস্থা। অধিনায়ক রাহানে। তবে বাদ পড়েছেন সূর্যকুমার যাদব, পৃথ্বী শ এবং যশস্বী জয়সওয়াল। প্রথম দু'জনের চোট। যশস্বী দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে ভারতের হয়ে টেস্ট সিরিজ খেলেছেন। দলে শিবম দুবে, ধবল কুলকার্নি, সরফরাজ খান, তুষার দেশপাণ্ডের মতো পরিচিত মুখরা রয়েছেন। প্রসঙ্গত, গতবার এলিট বি গ্রুপ থেকে নকআউটের ছাড়পত্র আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছিল মুম্বই। এদিকে, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সেঞ্চুরিয়ন টেস্টে ভারতীয় দলের ইনিংসের হারের পর নতুন করে চর্চায় উঠে এসেছেন রাহানে। সুনীল গাভাসকরের মতো ব্যক্তিত্ব বলেছেন, দক্ষিণ আফ্রিকার গতিময় বাউন্সি পিচে রাহানের অভিজ্ঞতা টিম ইন্ডিয়ার কাজে লাগত।

নিয়মরক্ষার ম্যাচে কাঁটা হরমনপ্রীতের ফর্ম

মুম্বই, ১ জানুয়ারি : ঐতিহাসিক টেস্ট জয়ের পর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজে হতাশ করেছেন হরমনপ্রীত কৌররা। প্রথম দু'টি ম্যাচ হারের সুবাদে সিরিজ ইতিমধ্যেই হাতছাড়া। এই পরিস্থিতি, মঙ্গলবার ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে তৃতীয় ম্যাচ খেলতে নামছে ভারত ও অস্ট্রেলিয়া।

নিছক নিয়ামরক্ষার ম্যাচ হলেও, যেভাবেই হোক জয় চাইছে ভারতীয় শিবির। যদিও চিন্তায় রাখছে হরমনপ্রীতের খারাপ ফর্ম। এই সিরিজে দু'ম্যাচে ভারত অধিনায়কের ব্যাট থেকে এসেছে মাত্র ১৪ রান! পাশাপাশি রিচা ঘোষের দুর্দান্ত ফর্ম স্বপ্ন দেখাচ্ছে ভারতকে। দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে ৯৬ রান করে দলকে প্রায় জিতিয়ে দিয়েছিলেন রিচা। কিন্তু তিনি আউট হতেই তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে ভারতীয় ব্যাটিং। শেষ পর্যন্ত মাত্র তিন রানে হারতে হয়েছিল।

একই সঙ্গে খারাপ ফিল্ডিং নিয়েও চিন্তায় ভারতীয় শিবির। আগের ম্যাচে নেই নেই করে সাতটি ক্যাচ ফস্কেছেন ভারতীয় ফিল্ডাররা! পরে এই নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন কোচ অমল মুজুমদারও। সাফ জানিয়েছিলেন, খারাপ ফিল্ডিংয়ের জন্যই ম্যাচ হারতে হয়েছে। যদিও সেই ধাক্কা সামলে নতুন করে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া দল। হরমনপ্রীত বলছেন, ''শেষ ম্যাচটা জিতে সিরিজ শেষ করতে চাই। দ্বিতীয় ম্যাচ অল্পের জন্য হেরেছি। সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি মঙ্গলবারের ম্যাচে চাই না। আমাদের বোলিং ভাল হচ্ছে। তবে ফিল্ডিংয়ে আরও উন্নতি করতে হবে। ব্যাটিংয়ে রিচা ও জেমাইমা (রডরিগেজ) ভাল ফর্মে রয়েছে। বাকি ব্যাটারদেরও এবার দায়িত্ব নিতে হবে।''

আমি ভেবেছিলাম লর্ডসই শেষ, বিদায়বেলায় স্মৃতিমেদুর ওয়ার্নার

একদিনের ক্রিকেট থেকেও অবসর

সিডনি, ১ জানুয়ারি : বছরের শেষ দিনে বড় চমক দিলেন ডেভিড ওয়ার্নার। টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসরের কথা আগেই ঘোষণা করেছিলেন বাঁ হাতি অস্ট্রেলীয় ওপেনার। সোমবার একদিনের ক্রিকেট থেকেও অবসরের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন। তবে ওয়ার্নার এটাও জানিয়েছেন, যদি ২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে তাঁকে দরকার হয়, তাহলে ভেবে দেখবেন।

বুধবার সিডনিতে কেরিয়ারের শেষ টেস্ট ম্যাচ খেলতে নামছেন ওয়ার্নার। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, ''পরিবারকে সময় দেওয়া প্রয়োজন। তাই একদিনের ক্রিকেট থেকেও সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বিশ্বকাপ চলকালীন এই কথা একবার বলেছিলাম। ভারতের মাটিতে কাপ জেতা অসাধারণ কৃতিত্ব। পঞ্চাশ ওভারের ফরম্যাট থেকে নতুন করে পাওয়ার কিছুই নেই। তাই অবসর নিয়ে গোটা বিশ্বের বিভিন্ন টি-২০ লিগে খেলব।'' ওয়ার্নার আরও বলেন, ''২০২৫ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি রয়েছে। যদি ততদিন ভাল ফর্মে থাকি বা খেলার সঙ্গে যুক্ত থাকি এবং যদি অস্ট্রেলিয়ার আমাকে দরকার হয়, তাহলে আবার এই ফরম্যাটে ফিরতেও পারি।'' প্রসঙ্গত, ভারতের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ ফাইনালই ওয়ার্নারের শেষ একদিনের ম্যাচ। পঞ্চাশ ওভারের ফরম্যাটে দেশের হয়ে ১৬১টি ম্যাচে ২২টি সেঞ্চুরি ও ৩৩টি হাফ সেঞ্চুরি-সহ মোট ৬,৯৩২ রান করেছেন।

স্ত্রী ও তিন মেয়ের সঙ্গে ওয়ার্নার। সোমবার সিডনিতে।

পাশাপাশি বিদায়ী টেস্টের আগে আবেগে ভেসে গিয়েছেন ওয়ার্নার। তিনি বলেন, ''আমার ফর্ম নিয়ে অনেক কথা হচ্ছিল। তাই ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের আগেই বলেছিলাম, সিডনিতে কেরিয়ারের শেষ টেস্ট ম্যাচ খেলব। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, অ্যাসেজ চলাকালীন মনে হয়েছিল লর্ডসেই সম্ভবত নিজের শেষ টেস্ট খেলতে চলেছি।'' কেন তিনি এমনটা ভেবেছিলেন, তার ব্যাখ্যা করে ওয়ার্নার বলেছেন, ''দল হারছে এবং আমি নিজেও ব্যর্থ হচ্ছি, এটা আমার পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন হত।'' প্রসঙ্গত, ওয়ার্নার লর্ডস টেস্টে কঠিন পরিস্থিতিতে ৬৬ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেছিলেন।

মাঝে বল বিকৃতি কাণ্ডে এক বছরের জন্য সব ধরনের ক্রিকেট থেকে নির্বাসিত হতে হয়েছিল ওয়ার্নারকে। এই প্রসঙ্গে অস্ট্রেলীয় তারকার বক্তব্য, ''ওই ঘটনাকে পিছনে ফেলে এসেছি।'' তিনি আরও বলেন, ''২০১৭ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একটা সেশনেই সেঞ্চুরি করেছিলাম। আমার মতে ওটাই টেস্টে আমার সেরা ইনিংস। শেষ টেস্টও খেলছি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। সিডনিতে জিতে মাঠ ছাড়তে চাই।''